www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহঃ)

রচিত

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

تَمْهِيْدُ الْفَرْشِ فِيْ خِصَالِ الْمُوْجِبَةِ لِظِلِّ الْعَرْشِ

আরশের ছায়ায় থাকবে যাদের কায়া

মূল
আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)

সম্পাদনা
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

অনুবাদ
মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

আরশের ছায়ায় থাকবে যাদের কায়া
মূল : আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
ভাষান্তর : মুহাম্মদ আবদুল মজিদ
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে মাওয়া ইফা

প্রথম প্রকাশ : ৩১ আগষ্ট ২০১০, ২০ রমযান ১৪৩১, ১৬ শ্রাবণ ১৪১৬

মূল্য : ১২০ [একশত বিশ] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা ৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

Arser Sayai Takbe Zader Kaya, By: Allama Jalaluddin Suyuti (Rah.) Translated By: Mohammad Abdul Mazid. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 120/-

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

مَـوْلَايَ صَـلِّ وَسَـلِّمْ دَائِـمًا أَبَـدًا
عَلٰي حَـبِيْـبِكَ خَـيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّـهِم
مُـحَمَّدٌ سَـيِّدُ الْكَـوْنَيْـنِ وَالثَّـقَلَـيْنِ
وَالْفَـرِيْـقَيْـنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَـجَمِ

﴿صَلَّي اللهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَعَلٰي آلِـهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

সূচিপত্র

গ্রন্থকার পরিচিতি ১
নাম ও বংশ ১
শুভ জন্ম ১
শিক্ষা-দীক্ষা ১
খোদাভীতি ১
হুযুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম উপাধি প্রদান করলেন ২
৭৫ বার প্রিয়নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের দিদার লাভ ২
রচনাবলী ২
ওফাত ৩
মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা ৪
আরশের ছায়া প্রাপ্ত প্রথম সাত ব্যক্তি ৫
আরশের ছায়াপ্রাপ্ত চার সৌভাগ্যবান ৬
হযরত সালমান রাদিআলাহু আনহুর চিঠি ৬
আরশের ছায়া প্রাপ্তদের পৃথক পৃথক বর্ণনা ৭
ন্যায় পরায়ন শাসকের উপর আরশের ছায়া ৭
আলাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে মুহাব্বতকারীদের মর্যাদা ৮
পরস্পর মুহাব্বতকারীদের উপর আরশের ছায়া ৯
সদকাকারীর উপর আরশের ছায়া ১৩
আল্লাহর আরশে ছায়াপ্রাপ্ত অপর সাত ব্যক্তির বর্ণনা ১৪
প্রথম হাদিস- নিঃস্ব ঋণ গ্রহীতাকে অবকাশ দেয়ার ফযীলত ১৫
হাদিসে পাকের ব্যাখ্যা ১৫
সায়্যিদুনা আবু কাতাদাহ রাদিআলাহু আনহুর হাদিস ১৬
সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিআলাহু আনহুর হাদিস ১৬
সায়্যিদুনা ওসমান রাদিআলাহু আনহুর হাদিস ১৬
সায়্যিদুনা সাদ্দাদ বিন আউস রাদিআলাহু আনহুর হাদিস ১৭
সায়্যিদুনা জাবির রাদিআলাহু আনহুর হাদিস ১৭
সায়্যিদাতুনা আয়েশা রাদিআলাহু আনহার হাদিস ১৭
কা'ব বিন ওজরাহ রাদিআলাহু আনহুর হাদিস ১৮
হযরত আবুদ্ দারদা রাদিআলাহু আনহুর হাদিস ১৮
আস'আদ বিন যারারাহ রাদিআলাহু আনহুর হাদিস ১৮
দ্বিতীয় হাদিস- মুজাহিদকে সাহায্য করার পুরস্কার ১৯
তৃতীয় হাদিস ঃ গাজীর মাথায় ছায়া দানের ফযিলত ১৯
চতুর্থ হাদিস-স্বগোত্র রক্ষায় তলোয়ার ধারণকারী ২০
সতর্কতা ২১
সপ্তম গুণটি প্রসঙ্গে আরো কতিপয় হাদিস ২১
আরশের ছায়া প্রাপ্ত চৌদ্দ ব্যক্তির বর্ণনা ২২
প্রথম হাদিস : ক্ষুধার্তকে খাওয়ানোর প্রতিদান ২২
দ্বিতীয় হাদিস : নীতিবান ব্যবসায়ীর অবস্থান ২৩
হযরত কাতাদাহ রাদিআলাহু আনহুর মুরসাল হাদিস ২৩
হাদীসে পাকের শাওয়াহিদ বা দলিল সমূহ ২৪
তৃতীয় হাদিস : বুদ্ধিহীনকে সাহায্য করার ফযিলত ২৪
চতুর্থ হাদিস : বিধবা ও ইয়াতীমদের প্রতি পালনের পুরস্কার ২৫
সাফওয়ানের তরবারীতে পাওয়া সহীফা ২৬
হাদীসে পাকের পাঁচ দলিল ২৬
পঞ্চম হাদিস : উত্তম স্বভাব রহমতের ছায়ায় থাকবে ২৮
ষষ্ঠ হাদিস :সর্ব প্রথম আরশের ছায়া প্রাপ্ত ব্যক্তি ২৯
সপ্তম হাদিস : জানাযার নামায পড়া ৩০
অষ্টম হাদিস : ন্যায়পরায়ণ শাসকের সাথে প্রতারণার ক্ষতি ৩০
নবম হাদিস : শিশুর মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণের প্রতিদান ৩১
দশম হাদিস : সৃষ্টির প্রতি দয়া করার ফযীলত ৩২
ইমাম ইবনে হাজরের কিছু কবিতা ৩২
লেখকের গবেষণায় প্রকাশিত গুণসমূহের বর্ণনা ৩৩

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তা'আলা সর্বদা সাথে রয়েছেন ৩৪
স্বচ্ছ অন্তর ও পবিত্র উপার্জন ৩৪
আসমানে প্রসিদ্ধি লাভকারী ৩৫
আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা ৩৬
সন্তানদেরকে প্রিয় নবীর ভালবাসা শিক্ষা দাও ৩৭
শৈশব থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত কুরআনের তিলাওয়াত ৩৭
আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন করবেন ৩৮
দ্বিতীয় গুণের দলিল : দরবারে ইলাহীর নৈকট্য ধন্য বান্দা ৩৯
তৃতীয় গুণের দলিল : মিশক ও আম্বরের পর্বতে থাকবেন ৩৯
ব্যভিচার, ঘুষ ও সুদ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সুসংবাদ ৪০
হাদীসে পাকের দলিল : রিয়া বা লৌকিকতা বর্জনের পুরস্কার ৪০
নামাজি ও রহমতের ছায়া ৪১
তৃতীয় গুণটি প্রসঙ্গে একটি হাদিস ৪১
দরুদে পাকের আধিক্য ৪২
হাদিস শরীফের দলিল ৪২
সেবা-শুশ্রুষা ও সান্ত্বনাদানের ফযিলত ৪২
রোজাদারদের উপর আরশের ছায়া ৪৪
গ্রন্থকারের গবেষণা ৪৭
শেরে খোদা আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর ভালবাসা ও আরশের ছায়া ৪৭
সূরা আন'আম ও চল্লিশ হাজার ফিরিশতা ৪৮
হাদীসে পাকের দুই দলিল : সত্তর জন ফিরিশতা ক্ষমা প্রার্থনা করবে ৪৮
যিকরে ইলাহীর বরকত ৪৯
একটি মরফূ দলিল : নিঃস্বদের সৌভাগ্য ৪৯
পূণ্যের দিকে আহবানকারীদের সৌভাগ্য ৫০
নৈকট্যধন্যদের নিদর্শন ৫১
মসজিদ সমূহকে জনবহুল রাখো ৫২
বিশ্বাসে বিশুদ্ধ ও বাক্যালাপে সত্যনিষ্ঠ ৫২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরশের ছায়ায় কাকে দেখলেন? ৫৩
মাতা-পিতার আনুগত্য আরশের ছায়া লাভের মাধ্যম ৫৪
আরশের নূর ৫৫
লেখকের কবিতা ৫৬
লেখকের ব্যাপক অনুসন্ধান ৫৬
হাদীসে পাকের দলিলসমূহ ৫৭
শহীদগণের প্রকার ও তাদের মর্যাদা ৫৭
কুরআনে পাক শিক্ষা দানের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ ৫৯
হাদিসে পাকের দলিল : স্বর্ণের মিম্বর ও রৌপ্যের গম্বুজ ৬০
মুসলমানদের শিশুরা সুপারিশ করবে ৬০
রহমতে আলমের সাহেবজাদা ৬১
মুসলমান শিশুরা আরশের ছায়ায় থাকবে ৬২
মাগরিবের পর দু'রাকাত নফল নামায আদায়ের ফযীলত ৬২
মোতির চেয়ারসমূহ ৬৩
সম্মানিত সাহাবাদের ফরমানের ব্যাখ্যা ৬৫
ইমাম কুরতুবীর ব্যাখ্যা ৬৭
লেখকের তাহকীক ৬৭
মহা বিপদে নির্ভয় ৬৮
লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট ৬৯
আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দা ৬৯
হিজরতকারীদের মর্যাদা ৭০
জ্ঞানের আলোচনা ও ধৈর্য্যে নীরবতা ৭১
পরিশিষ্ট ৭২
তাদেরকে আরশের ছায়ায় স্থান দাও ৭২
প্রমাণপঞ্জী ৭৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উৎসর্গ

আল-আমিন বারীয়া মাদ্‌রাসার গভর্ণিং বডির ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন রাহমতুল্লাহি আলাইহির মাগফিরাত কামনায়। যিনি সরকারী উচ্চ পদে আসীন হয়েও দ্বীনি খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। পিতৃহীন এতিমদের পিতৃস্নেহ দিয়ে বুকে আগলে রাখতেন। বিশেষত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করেছেন বারীয়া মাদ্‌রাসার উন্নতি-অগ্রগতির চিন্তা-চেতনায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে স্বীয় আরশের শান্ত-শীতল ছায়াতলে স্থান দান করুক। আমীন॥

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের বক্তব্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

হাশর-নশর ও কিয়ামত-পুলসিরাত ইসলামের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস্য বিষয়। একদিন এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। মহাপ্রলয়ের তান্ডবে বিলীন হয়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে সকল সৃষ্টি। এরপর মানুষের পুনরুত্থান হবে। তখন সূর্য নেমে আসবে মানুষের অতি নিকটে। প্রচন্ড খরতাপে ঘামের সাগরে মানুষ নিজেকে ডুবিয়ে ফেলবে। একটু শান্তি, স্বস্তি ও ছায়ার জন্য মানুষ হাহাকার করবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আপন কিছু বান্দাকে স্বীয় মহান আরশের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। সেই দিন এই প্রচন্ড তাপদাহে আরশের নিচে ছায়াপ্রাপ্তি হচ্ছে মু'মিনের মহান সফলতা। কোন্ কোন্ সৌভাগ্যবানরা আরশের ছায়া লাভে ধন্য হবেন এবং কী কী কর্ম-গুণের অধিকারীরা আরশের ছায়াপ্রাপ্ত হবেন, তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদিসে বিবৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে একাধিক হাদিস পাওয়া যায়। কোনটিতে আরশের ছায়াপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তির সংখ্যা বলা হয়েছে সাত প্রকার। আবার কোনটিতে এর চেয়ে কম। একটি হাদিসে নির্দিষ্ট কর্ম-গুণের অধিকারীরা আরশের ছায়া প্রাপ্ত হবেন বলে বলা হয়েছে। আবার অন্য হাদিসে আরো কিছু কর্ম-গুণের অধিকারীরা আরশের ছায়াপ্রাপ্ত হবেন বলে বলা হয়েছে।

বিখ্যাত মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিস আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) আরশের ছায়াপ্রাপ্তি সংক্রান্ত হাদিসগুলো একত্রিত করে "تَمْهِيْدُ الْفَرْشِ فِيْ خِصَالِ الْمُوْجِبَةِ لِظِلِّ الْعَرْشِ" নামক বইটি সংকলন করেছেন। এ বইয়ে তিনি পবিত্র হাদিসের আলোকে মহান আরশের ছায়াপ্রাপ্তির সহায়ক হিসেবে সত্তরাধিক কর্ম-গুণের কথা বলেছেন। যার অধিকারীদেরকে আল্লাহর আরশের নিচে হাশরের প্রচন্ড তাপদহের সময় ছায়াদান করা হবে।

বইটি পড়ে যদি আমরা আরশের ছায়াপ্রাপ্তিতে সহায়ক কর্ম-গুণগুলো অর্জন করতে পারি, তাহলে আমাদের এই চেষ্টা-শ্রম সার্থক হবে বলে আশা রাখি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা মূল আবেদন রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। তবে এ বিষয়ে বিচারের ভার পাঠকের হাতে। ভুল-ত্রুটি অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল।

সালামসহ
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্‌জরী পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গ্রন্থকার পরিচিতি

নাম ও বংশ

উপাধি জালালুদ্দীন, কুনিয়ত বা উপনাম আবুল ফজল। বংশ পরিক্রমা আব্দুর রহমান বিন আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন উসমান বিন মুহাম্মদ হাদ্বর বিন আইয়ূব বিন মুহাম্মদ বিন হুমাম নিসবত বা সম্পর্কীয় নাম খোদায়রী মিসরী সুয়ূতী শাফেয়ী।

শুভ জন্ম

তিনি ৮৪৯ হিজরিতে নীল নদ উপকূলের অন্যতম আদি জনপদ সুয়ূতে জন্ম গ্রহন করেন। এরই দিকে সম্পর্কিত করে তাকে সুয়ূতী বলা হয়। তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ বছর, এমতাবস্থায় তাঁর সম্মানিত পিতা ইন্তেকাল করেন।

শিক্ষা-দীক্ষা

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমতুল্লাহ আলাইহি শুধু প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বিখ্যাত তাফসীরকারক, মুহাদ্দিস, ফকীহ, সাহিত্যিক, কবি, ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকই ছিলেন না। বরং তিনি সমসাময়িক কালের মহান মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) ও ছিলেন। তার স্মৃতিশক্তি খুবই তীক্ষ্ম ও প্রখর ছিল। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন মজিদ মুখস্ত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জনে ব্রত হন। হাদিস শাস্ত্রে তিনি বদরুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী রাহমতুল্লাহি আলাইহি, হাফিয সাখাভী রাহমতুল্লাহি আলাইহিসহ অন্যান্য বিখ্যাত মুহাদ্দিসদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তাসাউফ তথা আধ্যাত্মবাদে দীক্ষিত হতে প্রসিদ্ধ সূফী বুযর্গ শায়খ কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ মিসরী শাফিয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহির আশ্রয়ে উপনীত হন এবং তাঁর মুবারক হাতে খিরকায়ে তাসাউফ পরিধান ও খালক্বে খোদার ফয়েজ (অনুকম্পা) লাভে ধন্য হন। তিনি ৮৭১ হিজরিতে জামেয়া শায়খূনীয়া (কায়রো) তে শায়খুল হাদিস পদ অলংকৃত করেন। সেখানে পাঠদান কালীন সময়ে তিনি কাযী আয়ায রাহমতুল্লাহি আলাইহির রচিত *'আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা'* তার পাঠদান মজলিসে পূর্ণরূপে সমাপ্ত করেন।

খোদাভীতি

তিনি তাকওয়া ও পরহেজগারীর সুউচ্চ অবস্থানে সমাসীন ছিলেন। অধিকাংশ সময়ই আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। নিয়মিত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন এবং বিশেষ কারণে কখনো আদায় করতে না পারলে এতই চিন্তাযুক্ত ও ব্যথিত হতেন যে, একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়তেন।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপাধি প্রদান করলেন

হাদিস শাস্ত্রে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানগণ এ মহান ব্যক্তিত্বের দানে ধন্য। ইলমে হাদীসে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এতই বেশি ছিল যে, তাকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে 'শায়খুল হাদিস' উপাধি দান করা হয়েছে। যেমনিভাবে তিনি নিজেই ইরশাদ ফরমান, ৯০৪ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের এক জুমার রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি প্রিয় নবীর দরবারে হাযির হয়ে আমার একটি গ্রন্থের আলোচনা (তাযকিরা) করতে করতে আরয করলাম, "হে প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি আপনি অনুমতি প্রদান করেন তাহলে এর কিছু হাদিস পাঠ করে শুনানোর অভিপ্রায় করছি।" তৎক্ষণাৎ হুযুরে আকরাম, রাসুলে মুহতাশাম, শাহে বনী আদম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন- "হে শায়খুল হাদিস শুনান!" আমার নিকট হুযুর কর্তৃক শায়খুল হাদিস বলে সম্বোধন করাটা পৃথিবী ও তৎমধ্যকার সবকিছুর চেয়ে অধিক উত্তম বলে মনে হল।[১]

৭৫ বার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার লাভ

তিনি এক মহান আশেকে রাসূল ছিলেন। যার অনুমান এ কথা থেকে করা যায় যে, তিনি পচাত্তর বার জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার ও জিয়ারত লাভে ধন্য হয়েছেন।

রচনাবলী

তীক্ষ্ম স্মরণশক্তি বলে তাঁর দুইলক্ষ হাদিস শরীফ মুখস্ত ছিল। হাদিস শাস্ত্রে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সুখ্যাতি সম্পন্ন তাফসীরকারকও ছিলেন। ব্যাপক বিশ্লেষণ ধর্মী তাফসীর 'আদ্ দুররুল মানসূর' ও শাব্দিক দিক দিয়ে 'তাফসীরে জালালাইন' তাঁর কুরআন উপলব্ধি ও দক্ষতার উজ্জল দৃষ্টান্ত। গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের ময়দানে তিনি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিলেন। অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। তাঁর কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর নাম হলো-

[১]. জামে'উল আহাদিস, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১. আদ্ দুররুল মানসূর ফীত্ তাফসীরি বিল মা'সূর ২. আল-ইত্কান ফী উলূমিল কুর্আন ৩. জামউল জাওয়ামে' বা আল জামেউল কাবীর ৪. আল জামেউস্ সগীর ৫. তাদরীবুর রাবী ফী তাকরীবিন নাওয়াভী ৬. ত্বাবাক্বাতুল হুফ্ফায ৭. আল-লাইল মাসনূ'আ ফিল আহাদিসিল মাউদ্বূআ ৮. কূতুল মুগতাজী আলা জামেউত্ তিরমিযী ৯. তাফসীরুল জালালাইন ১০. লুবাবুল মানকুল ফী আসবাবিন নুযুল ১১. আদ দুরারুল কামিনাহ ফী আ'ইয়ানিল মিয়াতিস সামিনাহ ১২. আলহাভী লিল ফাতাওয়া।

ওফাত

৯০৬ হিজরিতে তিনি আপন নিবাস 'রাওযাতুল মিক্বয়াস' এ নির্জন বাস আরম্ভ করেন। তাঁর অন্তর দুনিয়া ও দুনিয়া বাসী হতে বিমুখ হয়ে পড়ল, আপাদমস্তক আল্লাহর স্মরণে ব্যাপৃত হয়ে গেল। ৯১১ হিজরির ১৯ জুমাদাল উলা তিনি ওফাত বরণ করলেন। এ হিসেবে তার মোট জীবনকাল ৬২ বছর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لله الْعَظِيْمِ الَّذِيْ لاَظِلَّ اِلاَّظِلُّهُ
وَالصَّلٰوة وَالسَّلاَمُ عَلٰي مُحَمَّدَنِ الَّذِيْ عَلاَ مَقَامُه وَرَفَعَ مَحَلُّهُ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। কিয়ামত দিবসে যার রহমতের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। আর সালাত ও সালাম হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যার অবস্থান উর্ধ্বে ও মর্যাদা সুউচ্চ।

মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা

প্রসিদ্ধ হাদিসে পাক সমূহের মধ্যে এমন সাতজন সৌভাগ্যবানদের বর্ণনা উল্লেখ আছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আরশের ছায়া দান করবেন এবং শায়খ আবু শামাও তাদের বর্ণনা তাঁর প্রতি দুটি পংক্তিতে করেছেন।

দীর্ঘকাল ধরে মাশায়েখগণ এ ব্যাপারে আলোচনা ও গবেষণা করতে ছিলেন যে, ঐ সাতজন ব্যতীত কোন অষ্টম ব্যক্তিরও কি আরশের ছায়া নসীব হবে, নাকি হবে না? শায়খুল ইসলাম আবুল ফযল ইমাম ইবনে হাজর রাহমতুল্লাহি আলাইহি এই সাত ব্যক্তির সাথে ঐ সব লোকদেরকেও সংযুক্ত করেছেন যাদের বর্ণনা অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদিস সমূহে এসেছে এবং তাদেরকেও দুটি পংক্তিতে একত্রিত করেছেন। অতঃপর আরো অনুসন্ধানের পর ঐ সাতের স্থলে দিগুণ তথা চৌদ্দ ব্যক্তি হল। তাদেরকে তিনি চারটি পংক্তিতে একত্রিত করেছেন।

আল্লামা সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ আরশের ছায়াপ্রাপ্তদের ব্যাপারে আমার নিকট আরো অসংখ্য হাদিস রয়েছে। যা বিভিন্ন আমল (কর্ম) ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে বর্ণিত। আর ঐ সব ব্যক্তিদের বর্ণনা আমি এ কিতাবে সংকলন করেছি এবং ঐ সব কর্মের পদ্ধতি ও মৌলিক আলোচনা পেশ করেছি। এ সব বর্ণনা দ্বারা শুধু (ঐসব কর্মের প্রতি) উৎসাহই দেয়নি বরং সকল হাদিস সমূহের সাথে সুস্পষ্ট কিংবা ইঙ্গিতসূচক দলিল ও উল্লেখ করেছি। আর এর নাম *'তামহীদুল ফারশ্ ফী খিছালিল মূজিবাতি লিযিল্লীল আরশ'* (আরশের ছায়ার যোগ্য রূপে গঠনকারী কর্মসমূহের বর্ণনা) রেখেছি। আমি আল্লাহর নিকট কল্যাণের সামর্থ ও সরল পথে চলার প্রার্থনা করছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরশের ছায়া প্রাপ্ত প্রথম সাত ব্যক্তি

١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ».

১. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হুযুর নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক, সিয়্যাহে আফলাক্ব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে স্বীয় আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন, যেদিন আল্লাহ আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তারা হলেন- ১. ন্যায় পরায়ন শাসক, ২. ঐ যুবক, যে তার যৌবনকালকে আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগিতে কাটিয়েছে, ৩. ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে, ৪. ঐ দু'ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর একত্রিত হয় এবং পৃথক হয়, ৫. ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন পদস্থ ও রূপবতী নারী (পাপকর্মে) আহবান করে। আর সে বলে, "আমি আল্লাহকে ভয় করি", ৬. ঐ ব্যক্তি, যে এরূপ গোপনে ছদকা করে, যা তার বাম হাতও টের পায়না যে, সে কি দান করেছে, ৭. ঐ ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আখিদ্বয়ে অশ্রু প্রবাহিত করে।[১]

২. হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, দোজাঁহাকি তাজওয়ার (উভয় জগতের মুকুট ধারী) সুলতানে বাহর ওয়া বার (জল ও স্থল ভাগের বাদশাহ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাত ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে, ১. ঐ ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর স্মরণ করে এবং অশ্রু প্রবাহিত করে। ২. যে তার যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করে ৩. ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের ভালবাসায় তাতে লেগে থাকে ৪. যে তার ডান হাতে এরূপে সদকা করে যে, বাম হাতও জানে না, ৫. ঐ দু'ব্যক্তি, যারা পরস্পর একত্রিত হলে একে

[১]. মুসলিম শরীফ, কিতাবুয যাকাত, بَاب فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ পৃষ্ঠা : ৮৪০, হাদিস : ২৩৮০

অপরকে বলে- "আমি তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসি।" এবং এর উপর অটল থাকে। ৬. ঐ ব্যক্তি, যার নিকট কোন ধনবতী ও সুন্দরী নারী প্রেরণ করা হয়েছে, যে তাকে পাপ কর্মে আহবান করে। আর সে বলে, "আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং ৭. ন্যায় পরায়ণ শাসক।[১]

আরশের ছায়াপ্রাপ্ত চার সৌভাগ্যবান

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, শাহীনশাহে বনী আদম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চার ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়ায় থাকবে, যে দিন এটা ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। ১. ঐ যুবক, যে নিজের যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে উৎসর্গ করে দেয়, ২. ঐ ব্যক্তি, যে নিজের ডান হাতে এরূপ গোপনে সদকা করে যে, বামহাত ও অবহিত হয় না, ৩. ঐ ব্যবসায়ী, যে ক্রয়-বিক্রয়ে বৈধ লেনদেন করে এবং ৪. ঐ ব্যক্তি, যে লোকদের বিচারক নিযুক্ত হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন।[২]

হযরত সালমান রাদিআল্লাহু আনহুর চিঠি

أَنَّ سَلْمَانَ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ إِنَّ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ إِمَامًا مُقْسِطًا ، وَذَا مَالٍ تَصَدَّقَ أَخْفَى يَمِينُهُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، وَرَجُلاً دَعَتْهُ امْرَأَةٌ جميلة ذَاتُ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَى نَفْسِهَا ، فَقَالَ : أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَرَجُلاً نَشَأَ فَكَانَتْ صُحْبَتُهُ وَشَبَابُهُ وَقُوَّتُهُ فِيمَا يُحِبُّ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْعَمَلِ ، وَرَجُلاً كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ حُبِّهَا ، وَرَجُلاً ذَكَرَ اللهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَرَجُلَيْنِ الْتَقَيَا ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، إِنِّي لأُحِبُّكَ فِي اللهِ.

সালমান রাদিআল্লাহু আনহু সায়্যিদুনা আবুদ দারদা রাদিআল্লাহু আনহুকে পত্র লিখলেন যে, নিম্নোক্ত গুণের অধিকারী লোকেরা আরশের ছায়ায় থাকবে।

[১]. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, فصل في ادامة ذكر الله খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৫, হাদিস : ৫৪৯
[২]. আল-কামেল ফি জুয়াফায়ির রিজাল, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪০৮, হাদিস : ২০২৪

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১. ইনসাফকারী শাসক ২. ঐ ধনী, যে ডান হাতে এরূপে সদকা করে যে, বাম হাতও জ্ঞাত হয় না, ৩. ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত নারী নিজের দিকে (গুনাহের কর্মে) আহবান করে আর সে বলে যে, "আমি আল্লাহকে ভয় করি, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।" ৪. ঐ ব্যক্তি, যার বয়োঃবৃদ্ধি এ অবস্থায় হয়েছে যে, তার সাহচর্য, যৌবন ও শক্তি আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় ও তার সন্তোষজনক কর্মে ব্যয় হয়েছে, ৫. ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের প্রতি মুহাব্বতের কারণে তাতে লেগে থাকে, ৬. ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ করে এবং তার ভয়ে চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত করে এবং ৭. এমন দু' ব্যক্তি, যারা পরস্পর মিলিত হলে একে অপরকে বলে, আমি তোমাকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ভালবাসি।[১]

আরশের ছায়া প্রাপ্তদের পৃথক পৃথক বর্ণনা

ন্যায় পরায়ন শাসকের উপর আরশের ছায়া

ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী শাসকের ব্যাপারে ইঙ্গিতসূচক অসংখ্য বরকত মন্ডিত হাদিস রয়েছে। এ ছাড়া হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসও রয়েছে যা ইতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ঐ সব বরকতময় হাদিস বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলো ন্যায় পরায়ণ শাসকের ব্যাপারে বিশ্লেষক। যেমন-

١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا».

১. হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবীয়ে কারীম, রাউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদরূপী ইরশাদ করেন: ন্যায় পরায়ন শাসক কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার নিকটে আরশের ডান পার্শ্বে আলোকোজ্জল (নূরের) মিম্বরে থাকবে। আর তারা ঐসব শাসক, যারা স্বীয় প্রজা ও পরিবার-পরিজনের বিচার কার্যের ক্ষেত্রে ন্যায় ও সুবিচারে অটল ছিল।[২]

[১]. আল-মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, কিতাবুয যুহুদ, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৭৯, হাদিস : ১২

[২]. মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ইমারত, بَاب فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ পৃষ্ঠা : ১০০৫, হাদিস : ৪৭২১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাদীসে পাকের শাওয়াহিদ বা দলিল সমূহ

আত-তারগীব ওয়াত্-তারহীব এ অত্র হাদিসের শাওয়াহিদ[১] বা দলিলাদি বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-

١- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ».

১. হযরত সায়্যিদুনা আবু সা'ঈদ খুদুরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: সৎনিষ্ঠ আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদ গণের সাথে থাকবে।[২]

٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

২. হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: সৎ আমানতদার মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে থাকবে।[৩]

তৃতীয় হাদিস : বুদ্ধিহীনকে সাহায্য করার ফযিলত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى حُبِّي ﷺ لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «يُظِلُّ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ أَعَانَ أَخْرَقَ».

হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি হুসনে আখলাকের পায়কর, নবীদের তাজওয়ার, মাহবূবে রাব্বিল আকবর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১]. شواهد শব্দটি বহুবচন, এক বচনে شاهد । অর্থ- দলিল,প্রমাণ, রেফারেন্স ইত্যাদি। উসূলে হাদিসের পরিভাষায়, যদি দুটি হাদিস একই সাহাবী হতে বর্ণিত হয়, তাহলে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির متابع (অনুগামী) এবং যদি দুটি হাদিস দুই সাহাবী হতে বর্ণিত হয়, তাহলে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির شاهد (দলিল) বলে। আর যদি উভয় হাদিসই শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে দ্বিতীয়টিকে مثله (অনুরূপ) এবং যদি শুধুমাত্র অর্থের মিল থাকে, তাহলে দ্বিতীয়টিকে نحوه (মত) বলে। (মুকাদ্দামাতুল মিশকাতুল মাসাবীহ -শায়খ আবদুল মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি, পৃষ্ঠা : ৫

[২]. সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুল বুয়ু, باب ما جاء في التجار...الخ পৃষ্ঠা : ১৭৭২, হাদিস : ১২০৯

[৩]. সুনানে ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুত তিজারাত, باب الحث على المكاسب পৃষ্ঠা : ২৬০৫, হাদিস : ২১৩৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন, যে কর্জদারকে বর্ধিত সময়ের অবকাশ দেয় অথবা কোন বুদ্ধিহীনকে সাহায্য করে।[১]

চতুর্থ হাদিস : বিধবা ও ইয়াতীমদের প্রতি পালনের পুরস্কার

عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «...وَمَنْ كَفَلَ يَتِيمًا أَوْ أَرْمَلَةً أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ».

১. হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, শাহীনশাহে মদিনা, ক্বরারে ক্বলবো সীনা, সাহিবে মু'আত্তার পছীনা, জূদ ওয়া রহমতকা খযীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহমত রূপী ফরমান: যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীম অথবা স্বামীহীনা বিধবার[২] কাফালত তথা ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন স্বীয় আরশের ছায়ায় জায়গা দিবেন।[৩]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «قَالَ آدَمُ إِلٰهِي مَا جَزَاءُ مَنْ عَالَ يَتِيمًا أَوْ أَرْمَلَةً اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ؟ قَالَ : جَزَاؤُهُ أَنْ أَظَلَّهُ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي».

[১]. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪০, হাদিস : ৭৯২০

[২]. জ্ঞাতব্য যে, মুহরিমহীনা বিধবাদের প্রতিপালন ও তাদের আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে এ বিষয়টির সতর্কতা প্রয়োজন যে, যেন পর্দাহীনা না হয়। কেননা, আজকাল লোকেরা মুখে বলা বাবা, ভাই, ছেলে ইত্যাদি হয়ে অধিক পর্দাহীনা হয়ে যায়। এটা তার আমলনামাকে কালো করতে থাকে। যেমনিভাবে শায়খে ত্বরীকত আমীরে আহলে সুন্নত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ আত্তার কাদেরী রেযভী দামাঃ ফিল্লুহু মুখে ডাকা আত্মীয়দের প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন। তাদের (মুখের বলা বাবা ভাই ছেলে ইত্যাদি) থেকেও পর্দা করতে হবে। কেননা মুখে বলা বাবা, ভাই, ছেলে কখনো প্রকৃত বাবা, ভাই, ছেলে হতে পারে না। তাদের সাথে বিবাহ বৈধ। আমাদের সমাজে মুখে বলা আত্মীয়তার ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেছে। কোন পুরুষ কাউকে 'মা' কোন মেয়ে কাউকে 'ভাই' কোন খাতুন (বিবাহিত মহিলা) কাউকে ছেলে বানিয়ে বসেছে। আবার কেউ কোন যুবতীর মুখে বলা চাচা কেউ বা বাবা। পরবর্তীতে এর কারণে পর্দাহীন ভাবে নির্দ্বিধায় মহিলাদের সাথে মেলামেশা ও পাপকর্মের সয়লাব হয়ে যায়। আল্লাহর পানাহ ও নিরাপত্তা। ব্যতিক্রমধর্মী মুখে বলা আত্মীয়তা স্থাপন কারী নারী-পুরুষদের আল্লাহ তা'আলা কে ভয় করা উচিত। সম্ভবত শয়তানই প্রথমে একথা বলে আক্রমণ করেছিল। হাদিসে পাকে এসেছে, দুনিয়া ও নারী থেকে বেঁচে থাক। কেননা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে সর্ব প্রথম ফিৎনার উদ্ভব মহিলাদের কারণেই হয়েছিল। (সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদিস : ২৭৪২, পৃষ্ঠা : ১৪৬৫)

[৩]. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪২৯, হাদিস : ৯২৯২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২. হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, সরকারে মদীনা, ক্বরারে কলব ওয়া সীনা, বায়িছে নুযুলে সকীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হযরত আদম আলাইহিস সালাম মহান প্রভূর দরবারে আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! যে বান্দা আপনার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কোন ইয়াতীম কিংবা বিধবাকে প্রতিপালন করে তার জন্য কি প্রতিদান রয়েছে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, আমি তাকে আমার আরশের ছায়ায় স্থান দেব, যেদিন এটা ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না।[১]

সাফওয়ানের তরবারীতে পাওয়া সহীফা

أَنَّ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ صَحِيْفَةً مَرْبُوْطَةً بِقُرَابِ صَفْوَانَ أَوْ بِسَيْفِهِ وَإِذَا فِيْهَا هٰذَا مَا سَأَلَ إِبْرَاهِيْمُ رَبَّهُ أَيْ رَبِّ... مَا جَزَاءُ مَنْ يَّسُدُّ الأَرْمَلَةَ اِبْتَغَاءَ وَجْهِكَ؟ قَالَ : وَمَا يَسُدُّ؟ قَالَ : يَرْوِيْهَا أَقِيْمَهُ فِي ظِلِّي وَأَدْخَلَهُ جَنَّتِيْ.

ইমাম আবদুর রায্যাক স্বীয় জামে'তে বর্ণনা করেছেন, উমাইয়্যা বিন সাফওয়ান বলেন, তিনি সাফওয়ানের তলোয়ারের খাপে কিংবা তার তরবারীতে একটি বদ্ধ সহীফা পেলেন। যাতে একথা লেখা ছিল যে, হযরত সায়্যিদুনা ইববাহিম খলীলুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম মহান প্রভূর দরবারে আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন স্বামীহারা বিধবাকে রক্ষা করে, তার প্রতিদান কি? আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত ইরশাদ করলেন, স্ত্রীকে রক্ষা করা (এর মর্মার্থ) কি? তিনি আরয করলেন, ঐ ব্যক্তি তাকে দেখাশোনা করে। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, আমি তাকে আমার রহমতের ছায়ায় স্থান দেব ও আমার জান্নাতে পদার্পণ করাব।[২]

হাদীসে পাকের পাঁচ দলিল

হযরত শায়খুল ইসলাম (আসকালানী) বলেন, উক্ত হাদিস প্রসঙ্গে এক উৎকৃষ্ট দলিল রয়েছে যা ইমাম তাবারানী 'আদ্ দোয়া' কিতাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা দলিল হিসেবে দুটি হাদিস ব্যতীত অন্য কোন হাদিস

[১]. আল-মুসনাদুল ফেরদৌস, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৭, হাদিস : ৪৫৫৯

[২]. আবদুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৯৬, হাদিস : ৬০৭৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপস্থাপন করেননি। কিন্তু আমি (আল্লামা সুয়ূতী) বলব, এ ব্যাপারে আরো দলিল রয়েছে। যেমন-

١ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :..... «فَقَالَ يَا مُوْسَى إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَسْكُنَ فِي ظِلِّ عَرْشِيْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلِّي يَا مُوْسَى كُنْ لِلْيَتِيْمِ كَالأَبِ الرَّحِيْمِ وَكُنْ لِلأَرْمَلَةِ كَالزَّوْجِ الْعَصُوْبِ... ».

১. হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম, রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে ইরশাদ করেছেন যে, যদি তুমি চাও যে, ঐদিন আরশের ছায়ায় থাকবে যেদিন এটা ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, তাহলে ইয়াতীমদের উপর পিতৃরূপ উদার ও বিধবার জন্য সর্বোচ্চ দয়া পরবশকারী স্বামীর মতো হয়ে যাও।[1]

٢ – قَالَ وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهُ : قَالَ دَاوُدُ عليه السلام :.... «إِلَهِي فَمَا جَزَاءُ مُسَاعِدُ الاَرْمَلَةَ وَالْيَتِيْمِ اِبْتَغَاءَ مَرْضَاتِكَ؟ قَالَ : جَزَاؤُهُ أَنْ أَظَلَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّيْ.... ».

২. হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম মহান প্রভুর দরবারে আরয করলেন, হে আমার রব! যদি কেউ কোন বিধবা কিংবা ইয়াতীমকে আশ্রয় দেয়, তাহলে এর বিনিময় কি? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেনঃ আমি তাকে নিজ আরশের ছায়ায় ঐদিন স্থান দেব, যেদিন এর ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না।[2]

৩. হযরত সায়্যিদুনা কা'ব আল-আহবার রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, হযরত সায়্যিদুনা মূসা আলাইহিস সালাম আরয করলেন, হে আমার প্রভূ! যে ব্যক্তি কোন নিঃস্বকে আশ্রয় দেয় এমনকি সে অভাবহীন হয়ে যায় অথবা কোন অভাবী বিধবার (ভরণ-পোষণের) দায়িত্ব নেয়, তার প্রতিদান কি? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, আমি তাকে আমার জান্নাতে প্রবেশ করাব এবং

[1]. হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪২৯, হাদিস : ৪৫২৪

[2]. হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৮, হাদিস : ৪৭০৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার (আরশের) ছায়ায় ঐ দিন স্থান দেব, যেদিন আমার আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।[1]

٤ – عَنْ أَبِي عِمْرَانَ اَلْجُوْنِيِّ قَالَ : قَالَ دَاوُدُ عليه السلام :.... «إِلَهِي فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّشْبَعُ الْيَتِيْمَ وَالأَرْمَلَةِ اِبْتَغَاءَ مَرْضَاتِكَ؟ قَالَ : جَزَاؤُهُ أَنْ أَظَلَّهُ فِي ظِلِّي عَرْشِي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّيْ.... ».

৪. হযরত সায়্যিদুনা আবূ ইমরান আল-জূনী বলেন, হযরত সায়্যিদুনা দাউদ আলাইহিস্ সালাম স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে আরয করলেন, হে প্রতিপালাক! যে আপনার সন্তুষ্টির আশায় কোন নিঃস্ব ও স্বামীহীনা বিধবাকে আশ্রয় দেয়, তার পুরস্কার কি? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন: তার পুরস্কার এটাই যে, আমি তাকে আমার আরশের ছায়ায় ঐ দিন স্থান দেব, যেদিন অন্য কোন ছায়া থাকবে না।[2]

٥ – عَنْ جَعَدُ قَالَ : بَلَغَنِيْ قَالَ دَاوُدُ عليه السلام :.... «إِلَهِي فَمَا جَزَاءُ مَنْ اَسْنَدَ يَتِيْمًا اَوْ اَرْمَلَةً اِبْتَغَاءَ مَرْضَاتِكَ؟ قَالَ : جَزَاؤُهُ أَنْ أَظَلَّهُ فِي ظِلِّي عَرْشِي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّيْ.... ».

৫. হযরত সায়্যিদুনা জা'দ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, হযরত সায়্যিদুনা দাউদ আলাইহিস সালাম আরয করেছিলেন, যে আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কোন অসহায় অথবা কোন বিধবাকে আশ্রয় দেয়, তার প্রতিদান কি? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, তার প্রতিদান হলো যে, আমি তাকে আমার আরশের ছায়ায় স্থান দান করব, যেদিন আমার আরশের ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না।[3]

পঞ্চম হাদিস : উত্তম স্বভাব রহমতের ছায়ায় থাকবে

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত

[1]. হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৮, হাদিস : ৭৭১৭

[2]. কিতাবুয যুহুদ, ইবনুল মুবারক, باب توبة داؤد পৃষ্ঠা : ১৬৪, হাদিস : ৪৭৭

[3]. কিতাবুয যুহুদ, আহমদ বিন হাম্বল, زهد داؤد পৃষ্ঠা : ১০৫, হাদিস : ৩৬৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস্ সালামের নিকট এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, হে আমার খলীল (বন্ধু)! উত্তম আচরণের অনুগামী হও, যদিও (তোমার আচরণ করাটা) কাফিরদের সাথে হয়।[১] পূণ্য কর্মে প্রবেশিত হয়ে যাও, আর নিশ্চয় আমি এ কথা লিখে দিয়েছি যে, যে নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করেছে, তাকে আমার আরশের ছায়ায় স্থান দেব এবং হাযীরাতুল কুদ্স তথা জান্নাত দান করব এবং আমার করুণার স্রোতের নৈকট্য ধন্যদের সান্নিধ্য দান করব।[২]

ষষ্ঠ হাদিস : সর্ব প্রথম আরশের ছায়া প্রাপ্ত ব্যক্তি

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «أَتَدْرُونَ مَنْ السَّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ».

উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়েশা ছিদ্দীকা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর নবীয়ে পাক সাহিবে লাওলাক সিয়্যাহে আফলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান, কিয়ামত দিবসে কারা আরশের ছায়ালাভে অগ্রগামী হবে? সাহাবায়ে কিরাম রাদিআল্লাহু আনহুম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলই ভাল জানেন। অতপর তিনি ইরশাদ করলেন। ঐসব ব্যক্তি, যাদের সামনে

[১]. কাফিরদের সাথে উত্তম আচরণ করা কুফরী, তবে কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতা, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য আচরণের ক্ষেত্রে যেমন- মুশরিক প্রতিবেশীর অধিকার আদায় এবং কাফির পিতার কুফরিহীন বিষয় মান্য করা বৈধ। অন্যথায় কাফিরদের সাথে মেলামেশা করা অবৈধ ও হারাম। যেমনিভাবে সায়্যিদী-আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেজা খান বলেন, কুরআনে পাকের অসংখ্য আয়াতে সকল কাফিরদের সাথে মুয়ালাত (তথা মেলামেশা, পরস্পর ঐক্যবদ্ধতা ও বন্ধুত্ব) অকাট্যভাবে হারাম ঘোষিত হয়েছে, তা হয় মজূসী (অগ্নিপূজক) হোক, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান হোক কিংবা হিন্দু হোক। আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হল মুরতাদানে উনূদ তথা সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ধর্ম ত্যাগী ব্যক্তি। (ফতোয়ায়ে রেযভীয়া, খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-২৭৩) হ্যাঁ, পার্থিব লেনদেন যেমন, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদিতে (শর্ত সাপেক্ষে), যা দ্বারা ধর্মীয় ব্যাপারে অসুবিধা না হয় এসব ক্ষেত্রে মুরতাদ ব্যতীত অন্য কারো সাথে লেনদেন নিষেধ নয়। (ফতোয়ায়ে রেযভিয়া, খন্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ৩২১ সংক্ষেপিত) বিস্তারিত জানতে ফতোয়ায়ে রেযভিয়া শরীফের উল্লেখিত অংশটি অধ্যয়ন করুন।

[২]. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৭, হাদিস : ৬৫০৬

সত্য বিষয় পেশ করা হলে গ্রহণ করে নেয়, যাদের নিকট কিছু চাওয়া হলে দান করে এবং যারা অন্যদের ব্যাপারেও নিজের মত ফয়সালা করে।[১]

সপ্তম হাদিস : জানাযার নামায পড়া

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : «....وَصَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ لَعَلَّ ذَلِكَ يَحْزُنُكَ فَإِنَّ الْحَزِينَ فِي ظِلِّ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাসসাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা জানাযার নামায পড়ো, এই নামাজ তোমাদেরকে চিন্তাযুক্ত করবে। আর চিন্তাযুক্ত ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে।[২]

অষ্টম হাদিস : ন্যায়পরায়ণ শাসকের সাথে প্রতারণার ক্ষতি

عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : اَلْوَالِيُ الْعَادِلُ الْمُتَوَاضِعُ ظِلُّ اللهِ وَرِمْحُهُ فِي الأَرْضِ فَمَنْ نَصَحَهُ فِي نَفْسِهِ وَفِي عِبَادِ اللهِ حَشَرَهُ اللهُ فِي وَفْدِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ وَمَنْ غَشَّهُ فِي نَفْسِهِ وَفِي عِبَادِ اللهِ خَذَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

হযরত আবূ রজা 'আতারাদী বলেন, আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহুকে মিম্বরে দাড়িয়ে খুতবা (ভাষণ) দান কালে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, আমি নূরের পায়কর, নবীয়োকি সরওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, ন্যায়-ইনসাফকারী বিনয়ী বাদশাহ পৃথিবীতে আল্লাহর (রহমতের) ছায়া ও হাতিয়ার স্বরূপ। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ বাদশাহকে তার এবং আল্লাহর বান্দাদের ব্যাপারে উপকারী পরামর্শ দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার হাশর স্বীয় রহমতের ছায়ায় করবেন। আর যে ব্যক্তি ঐ বাদশাহকে তার ও আল্লাহর বান্দাদের ব্যাপারে

[১]. মুসনাদে আহমদ : মুসনাদে আয়েশা, খন্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩৩৬, হাদিস : ২৪৪৩৩

[২]. হাকেম : আল-মুসতাদরিক, কিতাবুর রেকাক, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৭০, হাদিস : ৮০১১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধোঁকা দিবে, আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা কিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছিত করবেন।[১]

নবম হাদিস : শিশুর মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণের প্রতিদান

١ - عَنْ أَبِي بَكَرِ الصِّدِّيْقِ ﷺ أَنَّ مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ ﷺ قَالَ : يَا رَبِّ....

فَمَا لِمَنْ عَزَّى ثَكْلَى؟ قَالَ : «أَظَلُّهُ بِظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي».

১. আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সায়্যিদুনা মুসা বিন ইমরান আলাহিস্ সালাম আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লার দরবারে আরয করলেন, হে আমার প্রভূ! যে সন্তান হারানোর শোকে প্রবোধ দেয়, তার প্রতিদান কি? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, আমি তাকে আমার রহমতের ছায়ায় ঐ দিন স্থান দেব, যে দিন এটা ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।[২]

٢ - عَنْ أَبِي بَكَرِ الصِّدِّيْقِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ

: قَالَ مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ ﷺ لِرَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ : مَا جَزَاءُ مَنْ عَزَّى ثَكْلَى؟ قَالَ

: «أَجْعَلُهُ بِظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي».

২. অপর বর্ণনায় রয়েছে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক ও সায়্যিদুনা ইমরান বিন হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, সায়্যিদুল মুবাল্লিগীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! যে মহিলা তাদের শিশুদের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করে, তাদের বিনিময় কি? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন। আমি তাকে নিজ আরশের ছায়ায় রাখবো, যেদিন এটা ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।[৩]

[১]. আবু নায়ীম : ফযিলাতুল আদেলীন, পৃষ্ঠা : ১৬, হাদিস : ১৫

[২]. ইবনে শাহীন : আত্-তারগীর ফি ফাযায়িল আ'মাল..., খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৬২, হাদিস : ৪০৮

[৩]. ইবনে সুন্নী : আমালাল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ, باب تعزية اولياء الميت পৃষ্ঠা : ১৭৯, হাদিস : ৫৮৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. অন্য এক বর্ণনা এরূপ রয়েছে যে, হযরত সায়্যিদুনা হাসান রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হযরত সায়্যিদুন মূসা আলাইহিস সালাম মহান প্রভূর দরবারে আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! যেসব নারী তাদের বাচ্চাদের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করে তাদের পুরস্কার কি? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, আমি তাদেরকে আমার রহমতের ছায়ায় ঐ দিন স্থান দেব, যেদিন অন্য কোন ছায়া থাকবে না।

দশম হাদিস : সৃষ্টির প্রতি দয়া করার ফযীলত

আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা আবু বকর ছিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু মিম্বরের উপর খুতবা দানের প্রাক্কালে ইরশাদ করেন: পায়করে হুসনো জামাল, রাসূলে বে-মেছাল, সাহিবে জুদ ওয়া নাওয়াল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান: যার নিকট এ বিষয়টি প্রিয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন এবং তার আরশের ছায়ায় স্থান দান করুক, তাহলে সে যেন মুসলমানদের উপর কঠোরতা না করে এবং তাদের প্রতি বিনম্র হয়।[১]

ইমাম ইবনে হাজরের কিছু কবিতা

হযরত শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে হাজর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা সমূহের সাধারণ অনুমতি জ্ঞাপন করে নিম্নোক্ত কবিতা লিখেন-

وَزِدْ مَعَ ضِعْفِ سَبْعِيْنَ إِعَانَةً ... لأَخْرَقِ مَعَ أَخْذِ لِحَقٍ وَبَذْلِهِ

وَكُرْهُ وُضُوءٍ ثُمَّ مَشْيٌ لِمَسْجِدٍ ... وَتَحْسِيْنُ خُلْقٍ ثُمَّ مَطْعَمُ فَضْلِهِ

وَكَافِلُ ذُوْ يُتْمٍ وَأَرْمَلَةٍ وَهَتْ ... وَتَاجِرُ صِدْقٍ فِي الْمَقَالِ وَفِعْلِهِ

وَحُزْنٌ وَتَصْبِيْرٌ وَنُصْحٌ وَرَأْفَةٌ ... تَرْبَعُ بِهَا السَّبْعَاتُ فِي فَيْضِ فَضْلِهِ

অর্থ ঃ

ক. আরশের ছায়া প্রাপ্ত আরো চৌদ্দ ব্যক্তি হলো– ১. নির্বোধের অধিকার আদায় পূর্বক তার সাহায্যকারী ২. ভিক্ষুককে দানকারী।

খ. ৩. কঠিন সময়ে ওযূকারী ৪. মসজিদের দিকে গমনকারী ৫. উত্তম আচরণকারী ৬. ক্ষুধার্তকে আহার দানকারী।

[১]. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, হাদিস নং-৫৯৮২, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গ. ৭. ইয়াতীম ও ৮. বিধবার দায়িত্ব গ্রহণকারী ৯. নিজের যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে উৎসর্গকারী ১০. কথা ও কাজে সৎ ব্যবসায়ী।

ঘ. ১১. চিন্তাযুক্ত ব্যক্তি ১২. শিশুর মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণকারী ১৩. বাদশাহকে সৎ উপদেশ দানকারী ১৪. লোকদের উপর নম্রতা প্রদর্শনকারী। অতঃপর পূর্বের বর্ণনার সাথে মিলে আল্লাহর দয়া প্রাপ্ত ব্যক্তি সাতের চার গুণ (তথা আটাইশ) হয়ে গেল। (আল্লামা সুয়ূতী বলেন) আমি বলতেছি, শায়খুল ইসলাম উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা ছিদ্দীকা রাদিআল্লাহু আনহার বর্ণনাকৃত হাদীসে উল্লেখিত একটি গুণের দিকে ইঙ্গিত করেননি (অর্থাৎ কবিতায় উল্লেখ করেননি) আর তা হল, ঐ ব্যক্তি, যে লোকদের ব্যাপারে ঐরূপ ফয়সালা করে যেরূপ নিজের ক্ষেত্রে করে থাকে। অচিরেই এর উল্লেখ আমার কবিতায় আসবে।

লেখকের গবেষণায় প্রকাশিত গুণসমূহের বর্ণনা

আল্লামা সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এখানে ঐ সব স্বভাব বর্ণনা করা হবে, যা আমার অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «ثَلاَثَةٌ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ، وَاصِلُ الرَّحِمِ يَزِيْدُ اللهُ فِي رِزْقِهِ وَيَمُدُّ فِي أَجَلِهِ، وَامْرَأَةٌ مَاتَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ عَلَيْهَا أَيْتَامًا صِغَارًا فَقَالَتْ: لاَ أَتَزَوَّجُ أَقِيْمُ عَلَى أَيْتَامِي حَتَّى يَمُوْتُوْا أَوْ يَغْنِيْهُمُ اللهُ، وَعَبْدٌ صَنَعَ طَعَامًا فَأَضَافَ ضَيْفَهُ وَأَحْسَنَ نَفَقَتَهُ فَدَعَا إِلَيْهِ الْيَتِيْمَ وَالْمِسْكِيْنَ فَأَطْعَمَهُمْ لِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, সরকারে ওয়ালা তাবার, দোআলমকী মালিক ওয়া মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, তিন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় থাকবে, যেদিন এটা ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তারা হলেন ১. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী আল্লাহ তা'আলা তাদের জীবিকা (রিযিক) বৃদ্ধি ও আয়ুস্কাল দীর্ঘ করেন ২. ঐ মহিলা, যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে এবং নিঃস্ব শিশুদের ছেড়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় ঐ মহিলা বলে, "আমি দ্বিতীয় বিবাহ করবো

www.AmarIslam.com

না।" অতঃপর সে ঐ ইয়াতীম সন্তানদের প্রতিপালন করে মৃত্যুবরণ করে অথবা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধনী করে দেন এবং ৩. ঐ বান্দা, যে খাবার তৈরী করে স্বীয় মেহমানদের আতিথেয়তা করে এবং তাতে উত্তম রূপে ব্যয় করে। অতঃপর নিঃস্ব ও দুঃস্থদের ডেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আহার করায়।[১]

এক বর্ণনায় রয়েছে স্বীয় আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে, তাদের উপর দয়া করে এবং ঐ ব্যক্তি যে বিভিন্ন প্রকার উৎকৃষ্ট খাবার তৈরী করে ফকির ও মিসকীনদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিবেশন করায়।

আল্লাহ তা'আলা সর্বদা সাথে রয়েছেন

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « ثَلاَثَةٌ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ تَوَجَّهَ عَلِمَ أَنَّ اللهَ مَعَهُ، وَرَجُلٌ يُحِبُّ النَّاسَ لِجَلاَلِ اللهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ إِلَى نَفْسِهَا فَتَرَكَهَا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ».

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তাজেদারে রিসালত, শাহীনশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রাব্বুল ইয্যত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: কিয়ামত দিবসে তিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রহমতের ছায়ায় থাকবে- ১. ঐ ব্যক্তি, যে কোথাও দৃষ্টিপাত করতে এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে রয়েছেন ২. ঐ ব্যক্তি, যে লোকদেরকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে ভালবাসে, ৩. ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন নারী তার দিকে আহবান করে, আর সে আল্লাহর ভয়ে বিরত থাকে।[২]

স্বচ্ছ অন্তর ও পবিত্র উপার্জন

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﷺ اَنَّ دَاوُدَ عليه السلام سَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ....يَا رَبِّ أَخْبِرْنِي بِأَحِبَّائِكَ مِنْ خَلْقِكَ أُحِبُّهُمْ لَكَ، قَالَ : ذُوْ سُلْطَانٍ يَرْحَمُ النَّاسَ وَيَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ

১. আল-ফেরদৌস বি মা'সুরিল খিতাব, باب الباء খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২২, হাদিস : ২৩৪৯

২. আল-ফেরদৌস বি মা'সুরিল খিতাব, باب الباء খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২২, হাদিস : ২৩৫০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَفِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَرَجُلٌ يَفْنِى شَبَابُهُ وَقُوَّتُهُ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ حُبِّهِ اِيَّاهَا، وَرَجُلٌ لَقِيَ اِمْرَأَةً حَسَنَاءَ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَتَرَكَهَا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ حَيْثُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَعَهُ نَقِيَّهِ قُلُوْبَهُمْ طِيْبَ كَسْبِهِمْ يَتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِي اَذْكُرُ بِهِمْ وَيَذْكُرُوْنَ بِذِكْرِىْ، وَرَجُلٌ فَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

হযরত সায়্যিদুনা ফুদ্বালা বিন উবাইদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হযরত সায়্যিদুনা দাউদ আলাইহিস্ সালাম মহামহিম প্রভূর দরবারে আরয করলেন, হে মহান রব! আমাকে আপনার সৃষ্টির মধ্যকার প্রিয় বান্দাদের ব্যাপারে সংবাদ দিন, (যাতে আমি তাদেরকে আপনার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মুহাব্বত করতে পারি)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, ১. ঐ বাদশাহ, যে জনসাধারণের উপর দয়া করে এবং তাদের ক্ষেত্রে আপন বিষয়ের ন্যায় ফয়সালা করে, ২. ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর আনুগত্যে ব্যয় করে, ৩. ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের ভালবাসায় তাতে লেগে থাকে, ৪. ঐ ব্যক্তি, যার সাথে কোন রূপবতী নারীর সাক্ষাৎ হয় আর ঐ নারী তাকে নিজের উপর (মন্দকর্মে) সামর্থ দেয়; কিন্তু সে আল্লাহর ভয়ে বিরত থাকে ৫. ঐ ব্যক্তি, যে যেখানেই থাকুক বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে রয়েছেন ৬. ঐ সব লোক, যাদের অন্তর স্বচ্ছ এবং উপার্জন পবিত্র। তারা আমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরস্পর মুহাব্বত করে। আমি তাদের চর্চা করি আর তারা আমার স্মরণ (যিকির) করে, ৮. ঐ ব্যক্তি যার আঁখিদ্বয় আল্লাহর ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত করে।[১]

আসমানে প্রসিদ্ধি লাভকারী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «أَهْلُ الْجُوْعِ فِي الدُّنْيَا هُمُ الَّذِيْنَ يَقْبِضُ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ وَهُمُ الَّذِيْنَ إِذَا غَابُوْا لَمْ يُفْتَقَدُوْا وَإِنْ شَهِدُوْا لَمْ يَحْضُرُوْا أَخْفِيَاءٌ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفِيْنَ فِي السَّمَاءِ إِذَا رَآهُمُ الْجَاهِلُ ظَنَّ أَنَّ بِهِمْ

[১]. ইবনুল মুবারক : কিতাবুয যুহুদ, باب توبة داؤد...الخ খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬১, হাদিস : ৪৭১

سَقَمٌ وَمَا بِهِمْ سَقَمٌ إِلاَّ الْخَوْفُ مِنَ اللهِ يَسْتَظِلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ».

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর মাহবূব, দানায়ে গুয়ূব, মুনায্যাহুন আনিল উয়ূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান: দুনিয়ায় ক্ষুধার্ত থাকা লোকদের রূহ (আত্মা) সমূহকে আল্লাহ তা'আলা বদ্ধ করে রাখেন। তাদের অবস্থা এরূপ হয়ে যায় যে, তারা অদৃশ্য হয়ে গেলে তালাশ করা যায় না। আর উপস্থিত থাকলেও তাদের পরিচয় লাভ করা যায় না। দুনিয়ায় তারা গোপন হয়; কিন্তু আসমানে তাদের প্রসিদ্ধির ঢংকা বাজে। যখন মূর্খ ও জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা তাদের দেখে, তখন তাদেরকে ব্যধিগ্রস্থ মনে করে, অথচ তাদের কোন রোগই থাকে না বরং তারা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে কম্পমান থাকেন। কিয়ামতের দিন এসব লোক আরশের ছায়ায় থাকবেন, যেদিন কোন ছায়া থাকবে না।[১]

উক্ত হাদিসের একটি দলিল (শাহিদ) হল তাই, যা হযরত সায়্যিদুনা মু'য়াজ বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু হতে মরফূ' সূত্রে বর্ণিত যে, আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক নৈকট্য ধন্য ঐ ব্যক্তিই হবেন, যিনি দুনিয়ায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ক্ষুধা, পিপাসা ও ভয়ের পরীক্ষায় থাকেন। আর তিনি নির্দোষ ও দুনিয়াবাসীর নিকট এরূপ গোপন থাকেন যে, উপস্থিত থাকলে তাকে চেনা যায় না আর অনুপস্থিত থাকলে তার অনুসন্ধান করা হয় না।[২]

(গ্রন্থকার বলেন) এ হাদিসে আরশের ছায়াপ্রাপ্তদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা

قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﷺ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى اَلاَتْقِيَاءُ الاَخْفِيَاءُ الَّذِيْنَ إِذَا غَابُوْا لَمْ يُفْتَقَدُوْا وَإِذَا شَهِدُوْا لَمْ يُعْرَفُوْا أُوْلَئِكَ هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَمَصَابِيْحُ الْعِلْمِ».

[১]. আল-ফেরদৌস বি মা'সুরিল খিতাব, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৫, হাদিস : ১৬৫৯

[২]. মুসনাদুল হারেস, কিতাবুস সিয়াম, باب فضل الصوم খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩২, হাদিস : ৩৪৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত সায়্যিদুনা মু'আয বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি, হুসনে আহলাকের পায়কর, মাহবুবে রাব্বে আকবর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা হলো তারাই, যারা খোদাভীরু এবং লোকদের থেকে এমন গোপন থাকে যে, অনুপস্থিতিতে তার খোঁজ নেয়া হয় না আর উপস্থিত থাকলেও চেনা যায় না, অথচ তারা হিদায়তের ইমাম ও জ্ঞানের প্রদীপ হয়ে থাকে।[১]

সন্তানদেরকে প্রিয় নবীর ভালবাসা শিক্ষা দাও

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «أَدِّبُوْا أَوْلاَدَكُمْ عَلَى ثَلاَثُ خِصَالٍ : حُبُّ نَبِيِّكُمْ، وَحُبَّ أَهْلُ بَيْتِهِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ حَمْلَةُ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ اللهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ».

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন আবি ত্বালিব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, শাহীন শাহে মদীনা, ক্বরারে ক্বলব ওয়া সীনা, ফয়যে গুজীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটি গুণের শিক্ষা দাও ১. তোমাদের নবীর ভালবাসা ২. তাঁর আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের ভালবাসা ৩. কুরআনে পাকের তিলাওয়াত। কেননা, কুরআনে পাকের তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি সম্মানিত নবী ও সূফীদের সাথে আল্লাহর রহমতের ছায়ায় থাকবে। যেদিন এটা ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না।[২]

লেখক বলেন, আমি অত্র হাদীসে পাকের সমর্থনে এক উৎকৃষ্ট দলিল (শাহিদ) পেয়েছি। আর তা হল-

শৈশব থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত কুরআনের তিলাওয়াত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ فِي صِغَرِهِ فَهُوَ يَتْلُوْهُ فِي كِبَرِهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ

[১]. হিলয়াতুল আউলিয়া, মুকাদ্দামাতুল কিতাব, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২
[২]. আল-জামে আস্-সগীর, পৃষ্ঠা : ২৫, হাদিস : ৩১১

www.AmarIslam.com

وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ».

সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে ঐ দিন স্বীয় আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন। যেদিন এটা ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায় পরায়ন শাসক, ২. ঐ ব্যক্তি, যে শৈশবকালে কুরআন শরীফ শিক্ষা নেয় এবং বৃদ্ধকাল পর্যন্ত তা তিলাওয়াত করে, ৩. ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে, ৪. ঐ দু'ব্যক্তি, যারা পরস্পর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসে আর এ কারণে মিলিত ও পৃথক হয়, ৫. ঐ ব্যক্তি, যার নিকট কোন বংশীয়া ও রূপবতী রমনী (মন্দকর্মের) অভিপ্রায় পেশ করে, আর সে বলে, "আমি আল্লাহকে ভয় করি", ৬. ঐ ব্যক্তি, যে এরূপ চুপিসারে দান করে যে, ডান হাতের ব্যয় বামহাতও পরিজ্ঞাত হয় না এবং ৭. ঐ ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর জিকির করে আঁখিদ্বয়ে অশ্রু প্রবাহ করে।[১]

আল্লামা সুয়ূতী বলেন, এ হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় গুণের স্থানে বুখারী শরীফে নিম্নোক্ত শব্দাবলী রয়েছে, "ঐ যুবক যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে ব্যাপৃত ছিল।"

আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন করবেন

عَنْ عَبْدُاللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «ثَلاَثَةٌ يَتَحَدَّثُوْنَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ آمِنِيْنَ وَالنَّاسُ فِي الْحِسَابِ : رَجُلٌ لَمْ تَأْخُذْهُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ، وَرَجُلٌ لَمْ مَدَّ يَدَيْهِ إِلاَّ مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ ، وَرَجُلٌ لاَ يَنْظُرُ إِلَى مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ».

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবীয়ে করীম, রাউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি আরশের ছায়ায় নিরাপদে আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লার সাথে

[১]. বুখারী শরীফ, কিতাবুল আযান, باب من جلس فى المسجد...الخ পৃষ্ঠা : ৫৩, হাদিস : ৬৬০। তৃতীয় গুণ তথা- ورجل تعلم فى صغره فهو يتلوه فى كبره অনুল্লিখিত, কারণ এটি আল্লামা সুয়ূতী স্বীয় সনদে বর্ণনা করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাক্যলাপ করবে। যখন লোকদের হিসাব-নিকাশ হতে থাকবে। ১. ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদনে নিন্দুকের নিন্দার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি, ২. ঐ ব্যক্তি, যে আপন হাতকে তার জন্য হালাল ঘোষিত জিনিস ব্যতীত অন্য দিকে প্রসারিত করেনি, ৩. ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করেনি।[১]

দ্বিতীয় গুণের দলিল : দরবারে ইলাহীর নৈকট্য ধন্য বান্দা

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী রাদিআল্লাহ্ আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর হাবীব, হাবীবে লাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুনিয়ায় সাধনা ও খোদাভীরুতা অবলম্বনকারী ব্যক্তি কাল (কিয়ামত দিবসে) আল্লাহ তা'আলার নিকটে থাকবেন।[২]

লেখক বলেন, এ হাদিসে আরশের ছায়া প্রাপ্তদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

তৃতীয় গুণের দলিল : মিশক ও আম্বরের পর্বতে থাকবেন

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُاللهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الَّذِيْنَ كَانُوا يَنْزِهُوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَسْمَاعَهُمْ عَنِ اللَّهْوِ وَمَزَامِيْرِ الشَّيَاطِيْنِ اِجْعَلُوْهُمْ فِي رِيَاضِ الْمِسْكِ ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلَائِكَةِ أَسْمِعُوْهُمْ حَمْدِيْ وَثَنَاءِيْ عَلَيَّ وَأَخْبِرُوْهُمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ».

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক, সিয়্যাহে আফলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে ইরশাদ করবেন, কোথায় ঐ সব লোক, যারা নিজেদেরকে কর্ণ-চক্ষুকে অশ্লীলতা ও শয়তানের বাদ্যযন্ত্র থেকে পবিত্র রাখতো? তাদেরকে মিশকের উদ্যানে স্থান করে দাও। অতঃপর ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন, তাদেরকে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে শুনাও। আর তাদেরকে সংবাদ দাও যে, তাদের না কোন ভয় রয়েছে, না তারা বিষণ্ন হবে।[৩]

[১]. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মওয়ায়েজ ওয়ার রিকাক, খন্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ৩৪৫, হাদিস : ৪৩২৪৬
[২]. আল-জামে আস্-সগীর, পৃষ্ঠা : ২১৯, হাদিস : ৩৫৯৭
[৩]. ইবনুল মুবারক, কিতাবুয যহুদ, باب استماع اللهو খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১২, হাদিস : ৪৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যভিচার, ঘুষ ও সুদ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সুসংবাদ

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ عليه السلام : يَا رَبِّ مَنْ يَسْكُنُ غَدًا فِي حَظِيْرَةِ الْقُدْسِ وَ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّكَ قَالَ : يَا مُوْسَى أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لاَ تَنْظُرُ أَعْيُنُهُمْ فِي الزِّنَا وَ لاَ يَبْتَغُوْنَ فِي أَمْوَالِهِمُ الرِّبَا وَ لاَ يَأْخُذُوْنَ عَلَى أَحْكَامِهِمُ الرِّشَى طُوْبَى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ.

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মুদ্ দারদা রাদিআল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, নবীয়ে মুকার্‌রাম, নূরে মুজাসসাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হযরত সায়্যিদুনা মূসা বিন ইমরান আলাইহিস সালাম আরয করলেন- হে আমার প্রতিপালক! হাযীরাতুল কুদ্‌স তথা জান্নাতে কে আপনার নিকটে থাকবে এবং ঐ দিন কে আপনার আরশের ছায়ায় থাকবে, যেদিন আপনার (আরশের) ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, তারা হবেন ঐ সব ব্যক্তি, যাদের দৃষ্টি কখনো ব্যভিচারের দিকে উঠেনি, যারা নিজ সম্পদের ব্যাপারে সুদের অন্বেষী ছিল না এবং যারা আপন বিচার কার্যের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ করত না। আর তারা এমন লোক, যাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ ও উত্তম আবাসস্থল।[১]

হাদীসে পাকের দলিল : রিয়া বা লৌকিকতা বর্জনের পুরস্কার

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «ثَلَاثَةٌ هُمْ حُدَّاثُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ لَمْ يَمْشِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ بِمَرَاءٍ قَطُّ وَرَجُلٌ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسُهُ بِزِنًى وَرَجُلٌ لَمْ يُخَلِّطْ كَسْبُهُ بِرِبًا قَطُّ هَذَا».

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত. নূরে পায়কার, সুলতানে বাহর ওয়াবার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে তিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথনের মর্যাদা ও সৌভাগ্য লাভ করবেন। ১. ঐ ব্যক্তি, যে কখনো দু'জন লোকের সামনেও লৌকিকতা নিয়ে চলেনি, ২. ঐ ব্যক্তি, যে অন্তরে কখনো ব্যভিচারের

[১]. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, باب فى قبض اليد...الخ খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৯২, হাদিস : ৫৫১৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যাপারে কল্পনা করেনি এবং ৩. ঐ ব্যক্তি, যার উপার্জনে কখনো সুদের প্রবেশ ঘটেনি।[১]

নামাজি ও রহমতের ছায়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «ثَلاَثَةٌ يُظِلَّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: اَلتَّاجِرُ الأَمِيْنِ، وَالإِمَامُ الْمُقْتَصِدِ، وَرَاعِيُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ».

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক সিয়্যাহে আফলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তিকে স্বীয় রহমতের ছায়ায় স্থান দিবেন, যে দিন এটা ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তারা হলেন- ১. আমানতদার ব্যবসায়ী, ২. ন্যায় পরায়ন শাসক, ৩. দিবসে সূর্যের যত্নকারী অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে নামায আদায়কারী।[২]

তৃতীয় গুণটি প্রসঙ্গে একটি হাদিস

পূর্বোক্ত হাদিসের তৃতীয় গুণের সমর্থনে এই হাদিসঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : «إِنَّ مِنْ أَحَبَّ عِبَادُ اللهِ إِلَى اللهِ ﷻ اَلَّذِيْنَ يُرَاعُوْنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمُ وَالأَظِلَّةِ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ».

হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু আওফা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ঐ বান্দা, যে আল্লাহ্ আয্যা ওয়াজাল্লার ইবাদত ও স্মরণের লক্ষ্যে চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র ও ছায়ার প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে।[৩]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ ..... «إِنَّ اَحَبَّ عِبَادَ اللهِ اِلَى اللهِ لِرَعَاءِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ».

[১]. হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩০২, হাদিস : ৪০২৬
[২]. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মওয়ায়েজ ওয়ার রিকাক, খন্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ৩৪৬, হাদিস : ৪৩২৫২
[৩]. ইবনুল মুবারক, কিতাবুয যহুদ, باب استعنت بالله খন্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪৬০, হাদিস : ১৩০৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত সায়্যিদুনা আবুদ দারদা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রিয় বান্দা হলো সূর্য ও চন্দ্রের প্রতি সজাগ দৃষ্টিদানকারী।[১]

দরুদে পাকের আধিক্য

عَنْ أَنَسٍ ﷺ مَرْفُوْعًا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ثَلاَثٌ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ مِنْ فَرَّجَ عَنْ مَكْرُوْبٍ مِنْ أُمَّتِي وَأَحْيَا سُنَّتِي وَأَكْثَرُ الصَّلاَةِ عَلَيَّ».

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু হতে মরফূ' সূত্রে বর্ণিত, শাহীন শাহে খোশ খিছাল, সাহিবে জূদ ওয়া নাওয়াল, রাসূলে বে মেছাল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আরশের নীচে অবস্থান করবে, যেদিন এটা ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না ১. ঐ ব্যক্তি, যে আমার দুর্দশা গ্রস্থ উম্মতের পেরেশানী দূর করে, ২. ঐ ব্যক্তি, যে আমার সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করে, ৩. ঐ ব্যক্তি, যে আমার উপর বেশী বেশী দরুদ শরীফ পাঠ করে।[২]

হাদিস শরীফের দলিল

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু আনহা রাসূলে পাকের নিকট আবেদন করলেন, হে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! জান্নাতের উপত্যকা সমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অনুকম্পাপ্রাপ্ত প্রতিবেশী (জওয়ারে রহমত) কারা হবে? আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যারা আমার সুন্নতকে জীবিত করে এবং আমার সমস্যাগ্রস্থ উম্মতের কষ্ট লাঘব করে।

সেবা-শুশ্রুষা ও সান্ত্বনাদানের ফযিলত

হযরত সায়্যিদুনা ফুজাইল বিন আয়াজ রাদিআল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, হযরত সায়্যিদুনা মূসা আলাইহিস সালাম

[১]. আহমদ বিন হাম্বল, কিতাবুয যহুদ, পৃষ্ঠা : ১৬৬, হাদিস : ৭৭০
[২]. শরহুস যুরকানী আলাল মুআত্তা, কিতাবুশ শে'র, باب ماجاء فى المتحابين খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৬৯, হাদিস : ১৮৪১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মহামহিম রবের দরবারে আরয করলেন, হে আমার রব! ঐ সব লোক কারা, যারা আপনার আরশের ছায়ায় থাকবে, যেদিন এটা ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে মূসা! ঐ সব লোক তারাই, যারা অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা করে, জানাযার সাথে গমন করে এবং কারো শিশুর মৃত্যু হলে তাকে সান্ত্বনা দান করে।[১]

বুঝা গেল যে, এ তিনটি গুণের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্রভাবে আরশের ছায়ায় অবস্থানের যোগ্যতা দানকারী। হযরত আবদুল মজিদ বিন আবদুল আযিয তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের যুগে বলা হয়েছিল যে, তিন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় থাকবে ১. অসুস্থদের সেবাকারী, ২. জানাযার সাথে গমনকারী, ৩. যার শিশুর মৃত্যে হয় তাকে সান্ত্বনাদানকারী।[২]

ইমাম ইবনে আবিদ্দুন্‌য়া স্বীয় সনদে 'কিতাবুল ইযা'-তে উক্ত হাদিস শরীফটি উল্লেখ করেছেন এবং তাতে এ কথা বিশ্লেষণ করেছেন যে, উক্ত স্বভাবত্রয়ের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র ভাবে আরশের ছায়ার অধিকারী হিসেবে গঠনকারী। আর অসুস্থের সেবাকারী প্রসঙ্গে তো মরফূ' দলিল বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : «.....وَيَصِيْحُ صَائِحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الَّذِيْنَ عَادُوْا مَرْضَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ فِي الدُّنْيَا، فَيَجْلِسُوْنَ عَلَى مَنَابِرِ مِّنْ نُوْرٍ يُحَدِّثُوْنَ اللهَ وَالنَّاسُ فِي شِدَّةِ الحِسَابِ».

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তাজেদারে রিসালত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন জনৈক আহবানকারী আহবান করবে, "কোথায় ঐ সব লোক, যারা পৃথিবীতে অসুস্থ, দরিদ্র ও নিঃস্বদের দেখাশোনা করত।" অতঃপর যখন তারা উপস্থিত হবে, তখন তাদেরকে নূরের মিম্বরে বসানো হবে, যেখানে তারা আল্লাহ আয্‌যা ওয়াজাল্লার সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ করবে। এমতাবস্থায় অন্যান্য লোকেরা হিসাবের কঠোরতায় নিমজ্জিত থাকবে।[৩]

১. হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৮, হাদিস : ৪৭০৬
২. তাফসীর আদ্ দুররুল মনসূর, সূরা আনআম, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৪৫
৩. কানযুল উম্মাল, কিতাবুয যাকাত, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৬৬, হাদিস : ১৬১৮৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ হাদিসে পাকেও আরশের ছায়া প্রাপ্তদের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

রোজাদারদের উপর আরশের ছায়া

١ - عَنْ مُغِيْثِ بْنِ سَمِيٍّ ﷺ قَالَ : تَرْكُدُ الشَّمْسُ فَوْقَ رُؤُوْسِهِمْ عَلَى أَذْرُعٍ، وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ فَتَهُبُّ عَلَيْهِمْ لَفْحَهَا وَسُمُوْمَهَا، وَتَخْرُجُ عَلَيْهِمْ نَفْحَاتُهَا حَتَّى تَجْرِي الأَرْضُ مِنْ عَرْقِهِمْ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيَفِ، وَالصَّائِمُوْنَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ.

১. হযরত সায়্যিদুনা মুগিছ বিন সুম্মী রাদিআল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন সূর্য লোকদের মাথার উপর কয়েক গজ দূরত্বে অবস্থান করবে এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে। তখন এর উত্তাপ ও প্রচন্ড উষ্ণতা তাদের দিকে চলে আসবে এবং জাহান্নামের উষ্ণ স্ফুলিঙ্গ তাদের দিকে তীব্রভাবে ধেয়ে আসবে। এমনকি জমির উপর তাদের ঘামের বন্যা প্রবাহিত হবে, যা পচা ও বিকৃত লাশের চেয়েও বেশী দুর্গন্ধযুক্ত হবে। আর তখন রোজাদার ব্যক্তি আরশের ছায়ায় থাকবে।[১]

এটা এমন উক্তি, যাকে মনগড়া বলা যায় না অর্থাৎ এটা মরফূ হাদিসের অন্তর্ভূক্ত।

٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «اَلصَّائِمُوْنَ تَنْفَخُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِيْحُ الْمِسْكِ، وَتُوْضَعُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَائِدَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيَأْكُلُوْنَ مِنْهَا وَالنَّاسُ فِي شِدَّةٍ».

২. হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রোজাদারদের মুখ থেকে মিশকের সুগন্ধি বের হবে। কিয়ামত দিবসে তাদের জন্য আরশের নীচে দস্তরখানা বিছানো হবে এবং তারা তা থেকে আহার করতে থাকবে, যখন অন্যান্য লোকেরা কঠিন বিপদাপন্ন অবস্থায় থাকবে।[২]

১. তাফসীরে দুররুল মনসূর, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৪, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪২
২. মউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল জু' খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১০২, হাদিস : ১৩৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উক্ত হাদিসে পাকটি ছায়ার বর্ণনায় ইঙ্গিতসূচক ও সুস্পষ্ট উভয়ের সম্ভাবনাপূর্ণ।

٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ لله مَائِدَةً عَلَيْهَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ لاَ يَقْعُدُ عَلَيْهَا إِلاَّ الصَّائِمُوْنَ».

৩. হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর মাহবূব, দানায়ে গুয়ূব, মুনাযযাহুন আনিল উয়ূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন এক দস্ত রখানা (খাদ্যাসন) রয়েছে, যা এরূপ নিয়ামত রাজি দ্বারা সজ্জিত, যেগুলো না কোন চক্ষু অবলোকন করেছে, না কোন কর্ণ শ্রবণ করেছে কিংবা কোন লোকের অন্তর ধারণা করেছে। আর এ দস্তখানায় শুধুমাত্র রোজাদাররাই বসবেন।[১]

٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَخْرُجُ الصَّوَّامُ مِنْ قُبُوْرِهِمْ يَعْرِفُوْنَ بِرِيَاحِ صِيَامِهِمْ ، أَفْوَاهُهُمْ أَطْيَبُ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ، فَيَلْقُوْنَ بِالْمَوَائِدِ وَالأَبَارِيْقِ مُخْتَمَّةً بِالْمِسْكِ، فَيُقَالُ لَهُمْ : كُلُوْا فَقَدْ جِعْتُمْ، وَاشْرِبُوْا فَقَدْ عَطِشْتُمْ ، ذَرُوْا النَّاسَ وَاسْتَرِيْحُوْا فَقَدْ أَعْيَيْتُمْ إِذَا اِسْتَرَاحَ النَّاسَ، فَيَأْكُلُوْنَ وَيَشْرَبُوْنَ وَيَسْتَرِيْحُوْنَ وَالنَّاسُ فِي عَنَاءٍ وَظَمَأٍ .

৪. সায়্যিদুনা আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম, রাউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কিয়ামত দিবস উপস্থিত হবে, তখন রোজাদারগণ তাদের কবর থেকে এরূপ অবস্থায় উঠবে যে, রোজার সুগন্ধি দ্বারা তাদের চেনা যাবে। তাদের মুখ মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক পবিত্র হবে, তাদের জন্য মিশকের মোহরযুক্ত দস্তরখানা ও ডোঙ্গা (পানির পাত্র) রাখা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, খাও, তোমরা দুনিয়ায় ক্ষুধা সহ্য করেছিলে। পান করো, তোমরা দুনিয়াতে পিপাসার্ত ছিলে। লোকদেরকে ছেড়ে দাও আর তোমরা বিশ্রাম করো। কারণ তোমরা আমার

[১]. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৭২, হাদিস : ৯৪৪৩

সন্তুষ্টির জন্য ক্লান্তি সহ্য করেছিলে, যখন অন্য লোকেরা দিবা আরামে ছিল। অতঃপর রোজাদারগণ পানাহার ও বিশ্রামে থাকবে, এমতাবস্থায় লোকেরা বিচারের কঠোরতা ও প্রচন্ড তৃষ্ণায় থাকবে।[১]

٥- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ....وَيُوْضَعُ لِلصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ الْعَرْشِ مَائِدَةٌ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةٍ بِالدُّرِّ وَالْجَوْهَرِ عَلَى مِقْدَارِ دَائِرَةِ الدُّنْيَا عَلَيْهَا مِنْ أَنْوَاعِ أَطْعِمَةِ الْجَنَّةِ وَأَشْرِبَتِهَا وَثِمَارِهَا فَهُمْ يَأْكُلُوْنَ وَيَشْرَبُوْنَ وَيَتَنَعَّمُوْنَ وَالنَّاسُ فِي شِدَّةِ الْحِسَابِ.

৫. হযরত সায়্যিদুনা আবুদ দারদা রাদিআল্লাহু আনহু হতে মরফূ 'সূত্রে বর্ণিত যে, রোজাদার নর-নারীদের জন্য কিয়ামতের দিন আরশের নীচে পৃথিবী সমান হীরা ও জহরতের খাদ্যাসন ও স্বর্ণখচিত দস্তরখানা বিছানো হবে। তাতে জান্নাতের রকমারি খাবার, পানীয় ও ফসলাদি থাকবে। অতঃপর রোজাদাররা পানাহার ও স্বাদ গ্রহণে ব্যাপৃত থাকবে, যখন লোকেরা কঠিন হিসাব-নিকাশে ব্যাস্ত থাকবে।[২]

(লেখক বলেন) উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা আয়িশা রাদিআল্লাহু তা'আলা আএটার বর্ণনাকৃত গুণ ব্যতীত উল্লেখিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে বিশটি গুণ অর্জিত হলো। এতএব, সব মিলে একুশ হলো। এখন একুশের সাথে পূর্ববর্তী আটাইশ মিলে মোট উনপঞ্চাশটি গুণ হল। আমি ঐ গুলোকে একটি কবিতাকারে একত্রিত করেছিঃ

وَزِدْ مَعَ ضِعْفِ مَنْ يُضِيْفُ وَعِزْبَةً ... لأَيْتَامِهَا ثُمَّ الْقَرِيْبُ بِوَصْلِهِ
وَعَلِمَ بِأَنَّ اللهَ مَعَهُ وَحُبُّهُ ... لإِجْلاَلِهِ وَالْجُوْعُ مَعَ أَهْلِ حَبْلِهِ
وَزُهْدٌ وَتَفْرِيْجٌ وَغَضٌّ وَقُوَّةٌ ... صَلاَةٌ عَلَى الْهَادِيْ وَإِحْيَاءُ فِعْلِهِ
وَتَرْكُ رِبَا سُحْتٍ زِنًا وَ رِعَايَةً ... لِشَمْسٍ و حُكْمٌ لِلأُنَاسِ كَمِثْلِهِ
وَصَوْمٌ وَتَشْيِيْعٌ لِمَيْتٍ عِيَادَةً ... فَسَبَّعَ بِهَا السَّبْعَاتُ يَا زَيْنَ أَهْلِهِ

[১]. তাফসীরে দুররুল মনসূর, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৪, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪২
[২]. আল-ফেরদৌস বি মা'সুরিল খিতাব, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৯০, হাদিস : ৮৮৫৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ ঃ

ক. আরশের ছায়া প্রাপ্ত আরো কতিপয় ব্যক্তি হলো ১. যে মেহমানের আতিথেয়তা করে, ২. স্বীয় ইয়াতীম শিশুদের লালন পালন করে, ৩. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী, আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লার নৈকট্য লাভ করবে।

খ. এবং ৪. যে বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে রয়েছেন ৫. বান্দাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মুহাব্বতকারী ৬. আহারের সুযোগ-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধা সহ্যকারী।

গ. ৭. পার্থিব জগতের প্রতি অনাগ্রহী, ৮. মুসলমানদের কষ্ট দূরকারী ৯. চক্ষুদ্বয়ের সংরক্ষণকারী ১০. যৌবনকাল ইবাদতে অতিবাহিতকারী, ১১. হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বেশী বেশী দরুদ পাঠকারী ১২. তাঁর সুন্নত সমূহের পূনরুজ্জীবিতকারী।

ঘ. ১৩. নিষিদ্ধ কর্ম, ১৪. সুদ ও ১৫. ব্যভিচার পরিত্যাগকারী ১৬. সূর্যের যত্ন তথা নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায়কারী ১৭. অন্যের ব্যাপারেও ব্যক্তিগত বিষয়ের ন্যায় ফয়সালা দানকারী।

ঙ. ১৮. রোজা পালনকারী, ১৯. জানাযার সাথে গমনকারী ২০. ব্যধি গ্রস্থদের সেবা-শুশ্রুষাকারী ও ২১. মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনকারী। এসব মিলে মোট একুশ হয়ে গেল।

গ্রন্থকারের গবেষণা

(আল্লামা সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,) অতঃপর আমি আরো গবেষণা ও তালাশের পর আরশের ছায়া দানকারী অসংখ্য গুণের অনুসন্ধান পেলাম। যেমন-

শেরে খোদা আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর ভালবাসা ও আরশের ছায়া

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, শাহীনশাহে মদিনা, রহমতের খযীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম আরশের ছায়া প্রাপ্তদের জন্য সুসংবাদ। আরয করা হলো, হে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐ সব লোক কারা? তিনি ইরশাদ করলেন, হে আলী রাদিআল্লাহু আনহু! যেসব লোক তোমাকে অনুসরণ করে ও ভালবাসে।[১]

[১]. আল-ফেরদৌস বি মা'সুরিল খিতাব, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪৮, হাদিস : ৩৫৭৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূরা আন'আম ও চল্লিশ হাজার ফিরিশতা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযে সূরা আন'আমের প্রথম তিন আয়াত (يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ)"ইয়া'লামু মা- তাকসিবূন" পর্যন্ত তিলাওয়াত করে, তার নিকট চল্লিশ হাজার ফিরিশতা পাঠানো হবে। যাদের আমলের সমপরিমাণ সাওয়াব তার আমলনামায় লিখে দেয়া হবে এবং সপ্তম আসমানের উপর হতে একজন ফিরিশতা নিম্নদেশে আগমন করবে, যার নিকট একটি লৌহ গুর্জ থাকবে, যদি শয়তান ঐ ব্যক্তির অন্তরে কুমন্ত্রনা দিতে চায়, তাহলে ঐ ফিরিশতা শয়তানকে আঘাত করবে, যাতে করে ঐ ব্যক্তি ও শয়তানের মধ্যে সত্তরটি পর্দা প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে। আর যখন কিয়ামত দিবস উপস্থিত হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমার রব! আমার আরশের ছায়ায় চলো, হাউযে কাউসারের পানি পানে পরিতৃপ্ত হও, সালসাবিল প্রস্রবণে গিয়ে পরিচ্ছন্ন হও এবং কোন হিসাব ও শাস্তি ব্যতিরেকে জান্নাতে প্রবেশ করো।[১]

হাদীসে পাকের দুই দলিল-সত্তর জন ফিরিশতা ক্ষমা প্রার্থনা করবে

১. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমারূপী ফরমানঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায়ান্তে ঐ স্থানে বসে থাকে এবং সূরা আন'আম শরীফের প্রথম তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তার সাথে সত্তরজন ফিরিশতা নিয়োগ করে দেন। যারা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লার তাসবীহ পাঠ ও ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।[২]

২. হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ হাবীব বিন ঈসা রাদিআল্লাহু আনহু ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি সূরা আন'আমের প্রথম তিন আয়াত তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রেরণ করবেন। যারা কিয়ামত পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে এবং ঐ সব ফিরিশতাদের সমপরিমাণ পুণ্য তাকে দান করা হবে। আর কিয়ামতের দিন

[১]. তাফসীরে দুররুল মনসূর, সূরা আনআম, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৪৫
[২]. তাফসীরে রুহুল মা'নী, সূরা আনআম, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৯৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন, জান্নাতের ফসলাদি আহার করাবেন এবং ঐ ব্যক্তি হাউযে কাউসারের পানি পান ও সালসাবিল প্রস্রবণে গোসল করবে। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, আমি তোমার প্রভূ, তুমি আমার বান্দা।[১]

যিকরে ইলাহীর বরকত

عَنْ وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : قَالَ مُوْسَى عليه السلام : إِلٰهِيْ مَا جَزَاءُ مَنْ ذَكَرَكَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ؟ قَالَ: يَا مُوْسَى أَظَلُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِظِلِّ عَرْشِيْ وَأَجْعَلَهُ فِي كَنَفِيْ.

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম মহান প্রভূর দরবারে আরয করলেন, হে আমার রব আয্যাওয়াজাল্লা! যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বা ও অন্তর দিয়ে তোমার যিকির করে তার প্রতিদান কি? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, আমি কিয়ামতের দিন তাকে আরশের ছায়ায় স্থান দান করব এবং আমার করুণার আশ্রয়ে রাখব।[২]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলও এরূপ একটি হাদিস হযরত কা'ব আল আহবার রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

একটি মরফূ দলিল : নিঃস্বদের সৌভাগ্য

قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِجُلَسَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: هُمُ الْخَائِفُوْنَ الْخَاضِعُوْنَ الْمُتَوَاضِعُوْنَ الذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْراً ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُمْ أَوَّلُ النَّاسِ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: لاَ ، قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: اَلْفُقَرَاءُ يَسْبِقُوْنَ النَّاسَ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا مَلاَئِكَةٌ فَيَقُوْلُوْنَ: اِرْجِعُوْا إِلَى الْحِسَابِ، فَيَقُوْلُوْنَ: عَلاَمَ نُحَاسِبُ؟ وَاللهِ مَا أُفِيْضَتْ عَلَيْنَا أَمْوَالٌ نَقْبِضُ فِيْهَا وَلاَ نَبْسُطُ، وَمَا كُنَّا أُمَرَاءُ نَعْدِلُ أَوْ نَجُوْرُ، جَاءَنَا أَمْرُ اللهِ فَعَبَدْنَاهُ حَتَّى جَاءَنَا الْيَقِيْنُ.

[১]. তাফসীরে দুররুল মনসূর, সূরা আনআম, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৪৫
[২]. হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৮, হাদিস : ৪৭০৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত সায়্যিদুনা সা'ঈদ বিন মুসায়্যিব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে ঐ সব লোকদের ব্যাপারে সংবাদ দিন যারা কিয়ামত দিবসে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার অদূরে থাকবেন। রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লাকে ভয়কারী, অক্ষম, বিনয়ী ও বেশী পরিমাণে যিকিরকারীরা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যধন্য হবেন। সে পুনরায় আরয করল, হে প্রিয় রাসূল! কি এসব লোকই সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন? তিনি বললেন, না। সে ব্যক্তি আবেদন করল, তাহলে জান্নাতে সর্ব প্রথম কারা প্রবেশ করবে? তিনি ইরশাদ করলেন, ফকীর বা নিঃস্বগণ অন্যান্য লোকদের আগে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবে। তখন জান্নাতের ফিরিশতারা এসে তাদেরকে বলবে, হিসাব-নিকাশের জন্য ফিরে যাও। তারা বলবে, আমরা কিসের হিসাব দেব? আল্লাহর শপথ! আমাদের নিকট কোন সম্পদ ছিলনা যে, তা জমা-সঞ্চয়করে রেখেছি কিংবা ব্যয় করেছি। আর না আমরা বিচারক ছিলাম যে, সুবিচার কিংবা অত্যাচার করেছি বরং আমাদের নিকট আল্লাহর নির্দেশ এসেছিল তাই আমরা তাঁর ইবাদতে ব্যাপৃত ছিলাম, আমাদের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত।[১]

পূণ্যের দিকে আহবানকারীদের সৌভাগ্য

عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ قَالَ : أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى مُوْسَى عليه السلام فِي التَّوْرَاةِ :

.....يَا مُوْسَى مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَاعَتِي فَلَهُ صُحْبَتِي فِي الدُّنْيَا وَفِي الْقَبْرِ وَفِي الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّيْ.

হযরত সায়্যিদুনা কা'ব আল-আহবার রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাওরাত শরীফে হযরত সায়্যিদুনা মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন যে, হে মূসা! যে ব্যক্তি নেকী বা পুন্যের নির্দেশ দিয়েছে, পাপকর্মে নিষেধ করেছে এবং লোকদেরকে আমার ইবাদত ও আনুগত্যের

[১]. হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৫২, হাদিস : ১১৬৮৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিকে আহ্বান করেছে, সে দুনিয়া ও কবরে আমার সান্নিধ্য এবং কিয়ামতের দিন আমার আরশের ছায়ায় পাবে ।[১]

নৈকট্যধন্যদের নিদর্শন

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : «قَالَ مُوْسَى عليه السلام : يَا رَبِّ ، مَنْ أَهْلُكَ الَّذِيْنَ تَظِلُّهُمْ فِي ظِلِّ عَرْشِكَ ؟ قَالَ : هُمُ الْبَرِيَّةُ أَيْدِيْهِمْ ، اَلطَّاهِرَةُ قُلُوْبِهِمْ ، اَلَّذِيْنَ يَتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِي ، اَلَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرْتَ ذَكَرُوْا بِي ، وَإِذَا ذَكَرُوْا ذَكَرْتُ بِذِكْرِهِمْ ، اَلَّذِيْ يَسْبِغُوْنَ الْوُضُوءَ فِي الْمَكَارِهِ ، وَيُنِيْبُوْنَ إِلَى ذِكْرِي ؛ كَمَا يُنِيْبُ النُّسُوْرُ إِلَى وُكُوْرِهَا ، وَيُكَلِّفُوْنَ بِحُبِّي ؛ كَمَا يُكَلِّفُ الصَّبِيُّ بِحُبِّ النَّاسِ.

হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন ইয়াসার রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হযরত সায়্যিদুনা মূসা আলাইহিস সালাম মহামহিম রবের দরবারে আরয করলেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! আপনার আরশের ছায়ার অধিবাসী কারা? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, তারা হল, যাদের হাত (অত্যাচার করা থেকে) মুক্ত, অন্তর নির্মল এবং যারা আমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরস্পরকে ভালবাসে । যখনই আমার স্মরণ হয় যিকিরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং যখন তারা আমার যিকির করে তখন আমিও তাদের স্মরণ করি, যারা কঠিন মুহূর্তে পূর্নরূপে ওযূ করে । আমার যিকিরের দিকে এভাবে ছুটে আসে, যেভাবে পাখি তার বাসার দিকে দ্রুত বেগে ছুটে আসে । আমার হারামকৃত বস্তুকে হালাল আখ্যা দেয়াতে এরূপ রাগান্বিত হয়, যেভাবে নেকড়ে লড়াইয়ের সময় প্রচন্ড ক্ষুদ্ধ হয় এবং আমার ভালবাসার এমন প্রেমিক হয়, যেমন শিশুরা মানুষের (স্বভাবগত) ভালবাসার কারণে তাদেরকে ভালবাসে ।[২]

(লেখক বলেন,) ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত মালিক বিন দীনার হতে এরূপ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন ।

১. হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৬, হাদিস : ৭৭১৬
২. কিতাবুয যুহদ, আহমদ বিন হাম্বল, পৃষ্ঠা : ১১০, হাদিস : ৩৮৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মসজিদ সমূহকে জনবহুল রাখো

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ : «قَالَ مُوْسَى عليه السلام : يَا رَبِّ.....(ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيْثَ الْمَذْكُوْرَةَ وَفِيْهِ زَادَ) اَلَّذِيْنَ يَعْمُرُوْنَ مَسَاجِدِيْ وَيَسْتَغْفِرُوْنِي بِالأَسْحَارِ.....».

হযরত সায়্যিদুনা মা'মার রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কুরাইশদের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে আবেদন করলেন..... অতঃপর তিনি পুর্বোক্ত হাদিস উল্লেখ করেছেন । আর তাতে এটাও অর্ন্তভূক্ত ছিলো যে, ঐ ব্যক্তি, যে আমার মসজিদ সমূহকে আবাদ রাখে এবং প্রত্যুষে ক্ষমা প্রার্থনা করে ।[১]

আল্লামা সুয়ুতী বলেন, পূর্ণাঙ্গ ভাবে ওযূ করা, আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালবাসা । অত্যাচার করা থেকে হাতকে বাচিয়ে রাখা এবং মসজিদ সমূহ আবাদ রাখার ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে । যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে । আর এ সকল বর্ণনা একথা প্রমাণ করে যে, উল্লেখিত সব গুণই আরশের ছায়ার যোগ্য রূপে গঠনকারী এবং এটাই উল্লেখিত গুণ সমূহের দাবী ।

বিশ্বাসে বিশুদ্ধ ও বাক্যালাপে সত্যনিষ্ট

حَدَّثَنَا أَبُوْ إِدْرِيْسُ عَائِذُ الله قَالَ: قَالَ مُوْسَى عليه السلام : رَبِّ مَنْ فِي ظِلِّكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّكَ؟ قَالَ: اَلَّذِيْنَ أَذْكُرُهُمْ وَيَذْكُرُوْنَنِي، وَيَتَحَابُّوْنَ فِي جَلاَلِي، فَأُوْلَئِكَ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي، قَالَ: يَا رَبِّ مَنْ أَصْفِيَاؤُكَ مِنْ عِبَادِكَ؟ قَالَ: كُلُّ تَقِيِّ الْقَلْبِ نَقِيِّ الْكَفَّيْنِ، لاَ يَأْتِي ذَا قَرَابَةٍ، يَمْشِي هَوْناً، وَيَقُوْلُ: صَوَاباً، تَزُوْلُ الْجِبَالُ وَلاَ يَزُوْلُ. قَالَ: يَا رَبِّ مَنْ يَسْكُنُ حَظِيْرَةَ الْقُدْسِ عِنْدَكَ؟ قَالَ: اَلَّذِيْنَ لاَ تَنْظُرُ أَعْيُنُهُمْ إِلَى الزِّنَا وَلاَ يَضَعُوْنَ فِي أَمْوَالِهِمُ الرِّبَا،

১. কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারক, পৃষ্ঠা : ৭১, হাদিস : ২১৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَلاَ يَأْخُذُوْنَ فِي حُكْمِهِمُ الرِّشَا. فِي قُلُوْبِهِمُ الْحَقُّ، وَعَلَى أَلْسِنَتِهِمُ الصِّدْقُ، أُولَئِكَ يَسْكُنُوْنَ قُدْسِيْ.

হযরত সায়্যিদুনা আবূ ইদ্‌রিস আ'য়িযুল্লাহ খাওলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সায়্যিদুনা মূসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাম মহামহিম রবের দরবারে আরয করলেন, হে আমার রব! ঐ সবলোক কারা, যারা আপনার রহমতের ছায়ায় থাকবে, যেদিন এটা ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, যেসব লোকের আমি স্মরণ করি এবং তারাও আমার যিকির করে। আর যারা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালবাসে। এসব লোক আমার আরশের ছায়ায় থাকবে, যেদিন এটা বৈ কোন ছায়া থাকবে না। তিনি পূনরায় আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দাদের মধ্যে সূফী কারা? তিনি ইরশাদ করলেন, যাদের হৃদয় পূতঃপবিত্র এবং হস্তদ্বয় (অপরাধ করা থেকে) মুক্ত। যারা নিঃস্ব হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তবুও নিকট আত্মীয়দের কাছে (অভাব পূরণে) গমন করে না। যারা ন্যায় ও সত্য কথা বলে, পাহাড় পরিবর্তিত হয়; কিন্তু তারা (সত্য মত থেকে) পরিবর্তিত হয় না। তিনি আরো আবেদন করলেন, হে আমার পরওয়ার দিগার! খাযীরাতুল কুদ্‌স তথা জান্নাতে কে আপনার সান্নিধ্যে থাকবে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, ঐ বান্দা, যার দৃষ্টি যেনা বা ব্যভিচারের দিকে উঠতনা, যে স্বীয় সম্পদে সুদের মিশ্রণ করত না, বিচার কার্যে ঘুষ গ্রহণ করত না, এবং বিশুদ্ধ বিশ্বাসী ও বাক্যালাপে সত্যনিষ্ট ছিল। তারা আমার পুণ্যভূমিতে অবস্থান করবে।[১]

আরশের ছায়ায় কাকে দেখলেন?

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ ﷺ قَالَ : لَمَّا تَعَجَّلَ مُوْسَى عليه السلام إِلَى رَبِّهِ رَأَى رَجُلاً فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَغَبِطَهُ بِمَكَانِهِ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَكَرِيْمٌ عَلَى رَبِّهِ ﷻ، فَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِاسْمِهِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: لَكِنْ سَأُنَبِّئُكَ مِنْ عَمَلِهِ، كَانَ لاَ يَحْسُدُ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَلاَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ، وَلاَ يَعُقُّ وَالِدَيْهِ.

হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন মায়মূন রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, হযরত সায়্যিদুনা মূসা আলাইহিস সালাম স্বীয় রবের দিকে একাগ্র হলে আরশের

[১]. হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১১

ছায়ায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি ঐ মকাম ও মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, সম্ভবত এ ব্যক্তি আল্লাহ আযযা ওযাজাল্লার নিকট সম্মানিত হবেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তার নাম জানতে আরয করলে আল্লাহ আয্‌যা ওয়াজাল্লা ইরশাদ করলেন, (নাম নয়) বরং আমি তোমাকে তার আমল (কর্ম) সম্পর্কে অবহিত করতেছি (যার কারণে সে এ মর্যাদায় অভিষিক্ত) যে, আমি আপন কৃপায় আমার বান্দাদেরকে যে সব অনুগ্রহরাজি দান করেছি। সে এজন্য হিংসা করত না, চোগল খোরী করত না এবং তার মাতা-পিতার নাফরমানী করত না।[১]

মাতা-পিতার আনুগত্য আরশের ছায়া লাভের মাধ্যম

١. عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ : إِنَّ مُوْسَى لَمَّا قَرَّبَهُ اللهُ نَجِيًّا بِطُوْرِ سِيْنَاءَ، أَبْصَرَ عَبْدًا جَالِسًا فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، سَأَلَهُ : أَيْ رَبِّ، مَنْ هَذَا ؟ فَلَمْ يُنْسِبْهُ، أَوْ يُسَمِّهُ . قَالَ : هَذَا عَبْدٌ لاَ يَحْسُدُ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، بِرٌّ بِالْوَالِدَيْنِ، لاَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ.

১. হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্যদানের জন্য তূর পর্বতে তাঁর নেকট্য দান করলেন, তখন তিনি এক ব্যক্তিকে আরশের ছায়ায় উপবিষ্ট দেখলেন। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! এ ব্যক্তি কে? বংশ কিংবা নাম নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, সে হল ঐ বান্দা, যে আল্লাহর দয়ায় বান্দারেকে যেসব নেয়ামত রাজি দান করা হয়েছে তাতে হিংসা করত না, স্বীয় মাতাপিতার সাথে সদাচারণ করত এবং চোগলখোরী করে বেড়াত না।[২]

٢. عَنْ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «تَعَجَّلَ مُوْسَى عليه السلام إِلَى رَبِّهِ ....، قَالَ : فَرَأَى فِي ظِلِّ الْعَرْشِ رَجُلاً فَعَجِبَ لَهُ فَقَالَ : مَنْ

[১]. হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৬৩, হাদিস : ৫১২১
[২]. কিতাবুদ দোয়া, আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মদ বিন ফুযাইল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮০, হাদিস : ১০২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

هَذَا يَا رَبِّ؟ قَالَ : لاَ أُحَدِّثُكَ مَنْ هُوَ وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكُمْ بِثَلاَثٍ فِيْهِ : كَانَ لاَ يَحْسُدُ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، بِرٌّ بِالْوَالِدَيْنِ ، لاَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ».

২. হযরত সায়্যিদুনা আমর রাদিআল্লাহু আনহু কোন সাহাবী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত সায়্যিদুনা মূসা আলাইহিস সালাম স্বীয় রবের দিকে নিমগ্ন/ধ্যানমগ্ন হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি আরশের নীচে এক ব্যক্তিকে উপবেশন অবস্থায় দেখতে পেলেন। আর এতে তিনি আশ্চার্যান্বিত হলেন এবং আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! এ ব্যক্তি কে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, আমি এটা বলব না যে, এ ব্যক্তি কে, বরং তার তিনটি গুণ সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছি ১. আল্লাহ তা'আলা আপন কৃপায় বান্দাদেরকে যেসব নেয়ামত রাজি দান করেছেন, সে তাতে হিংসা করত না ২. তার মাতাপিতার অবাধ্যচারণ করত না এবং ৩. চোগলখোরী করে বেড়াত না।[১]

আরশের নূর

٣. عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِرَجُلٍ مُغَيَّبٍ فِي نُوْرِ الْعَرْشِ، قُلْتُ مَنْ هَذَا أَهَذَا مَلَكٌ؟ قِيْلَ : لاَ، قُلْتُ: نَبِيٌّ؟ قِيْلَ: لاَ: قُلْتُ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ كَانَ فِي الدُّنْيَا لِسَانُهُ رُطَبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَلَمْ يَسُبَّ لِوَالِدَيْهِ».

৩. হযরত আবু মুখরিক রাদিআল্লাহু আনহু হতে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মি'রাজের রাত্রিতে আরশের নূরে গোসলকৃত এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে আমার গমন হয়েছে। আমি বললাম, এ ব্যক্তি কে? কি কোন ফিরিশতা? আরয করা হল, না। আমি পুনঃরায় জিজ্ঞাসা করলাম, কি কোন নবী? বলা হলো, না। তখন আমি বললাম, তাহলে এ ব্যক্তি কে? বলা হলো, এ হল ঐ ব্যক্তি, দুনিয়াতে যার রসনা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকতো, যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকতো এবং সে কখনো মাতাপিতার সাথে অসদাচরণ করতো না।[২]

---

১. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, باب فى الإصلاح بين الناس...الخ খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৯৭, হাদিস : ১১১১৮

২. আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ্ দোয়া, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৪২, হাদিস : ২৩০০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লেখকের কবিতা

(লেখক বলেন,) উল্লেখিত বর্ণনাসমূহে অর্জিত চৌদ্দটি গুণকে আমি নিম্নোক্ত পংক্তিতে একত্রিত করেছি।

وَزِدْ سَبْعَتَيْنِ الْحُبُّ لله بَالِغًا ... وَتَطْهِيْرُ قَلْبٍ وَالْغُضُوْبُ لأَجْلِهِ
وَحُبُّ عَلِيٍّ ثُمَّ ذِكْرُ إِنَابَةٍ ... وَأَمْرٌ وَنَهْيٌ وَالدُّعَاءُ لِسُبُلِهِ
وَمِنْ أَوَّلِ الأَنْعَامِ يَقْرَأُ غَدَاتَهُ ... وَمُسْتَغْفِرُ الأَسْحَارِ يَا طِيْبَ فِعْلِهِ
وَبِرٌّ وَتَرْكُ النَّمِّ وَالْحَسَدُ الَّذِيْ ... يُشِيْنُ الْفَتَى فَاشْكُرْ لِجَامِعِ شَمْلِهِ

অর্থ ঃ

ক: আরশের ছায়া প্রাপ্ত আরো চৌদ্দটি গুণ ও ব্যক্তিরা হল ১. আল্লাহর উদ্দেশ্যে মুহাব্বতকারী, ২. অন্তরকে পবিত্র রাখা, ৩. (নিষিদ্ধ কর্ম দেখে) আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্রোধ প্রকাশকারী।

খ. ৪. হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর ভালবাসা, ৫. আল্লাহ আযযা ওযাজাল্লার যিকির করা, ৬. আল্লাহর যিকিরের দিকে দ্রুত গমনকরা, ৭. পূন্যের নির্দেশ দেয়া, ৮. মন্দ কর্ম নিষেধ করা, ৯. আল্লাহর পথে আহবান করা।

গ. ১০. সূরা আন'আমের প্রথম তিন আয়াত পাঠকারী, ১১. প্রত্যুষে ক্ষমা প্রার্থনাকারী, হে উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী।

ঘ .১২. মাতাপিতার সাথে সদাচরণকারী, ১৩. চোগলখোরী ও ১৪. যুবকদেরকে ত্রুটি যুক্তকারী হিংসা পরিত্যাগ কারী। অতএব তুমি উক্ত গুণসমূহ পুঞ্জিভূতকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

লেখকের ব্যাপক অনুসন্ধান

(আল্লামা সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,) অতঃপর আমি পুনরায় অনুসন্ধান ও গবেষণা করলাম, আর তখন আরশের ছায়াদানকারী আরো সাতটি গুণ মিলে গেল। অতএব সবমিলে সত্তর (৭০) হয়ে গেল।

عَنْ عُتْبَةَ بن عَبْدٍ السُّلَمِيِّ ﷺ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «الْقَتْلَى ثَلاَثَةُ رِجَالٍ: مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُقْتَلَ، فَذَلِكَ الشَّهِيْدُ الْمُفْتَخِرُ فِي خَيْمَةِ اللهِ تَحْتَ عَرْشِهِ لا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّوْنَ إِلا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ».

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত সায়্যিদুনা উতবা বিন আবদুস্ সালামী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক, সিয়্যাহে আফলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণকারীগণ তিন ভাগে বিভক্ত। এক. ঐ মু'মিন, যে স্বীয় প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং শত্রুদের সাথে প্রচন্ড লড়াই করে এমনকি পরিশেষে তাকে শহীদ করে দেয়া হয়, তাহলে সে হল শহীদে মুফতাখির বা গৌরবান্বিত শহীদ। সে আরশের নীচে আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লার তাবুতে থাকবে এবং সম্মানিত নবীগণ তার চেয়ে শুধু নবুয়তী মর্যাদায় উত্তম হবেন।[১]

হাদীসে পাকের দলিল সমূহ

শহীদ গণের প্রকার ও তাদের মর্যাদা

١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : «اَلشُّهَدَاءُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مُحْتَسِبًا فِي سَبِيْلِ اللهِ لاَ يُرِيْدُ أَنْ يُقَاتِلَ وَلاَ يَقْتُلُ يُكْثِرُ سَوَادَ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ غَفَرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ كُلَّهَا وَأُجِيْرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيُؤْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَحُلِّيَتْ عَلَيْهِ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَالْخُلْدِ، وَالثَّانِي خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مُحْتَسِبًا يُرِيْدُ أَنْ يَقْتُلَ وَلاَ يَقْتُلُ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ كَانَتْ رُتْبَتُهُ مَعَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ الرَّحْمَنِ بَيْنَ يَدَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ، وَالثَّالِثُ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مُحْتَسِبًا يُرِيْدُ أَنْ يَقْتُلَ وَيَقْتُلُ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَاهِرًا سَيْفَهُ وَاضِعُهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَالنَّاسُ جَاثُوْنَ عَلَى الرُّكَبِ يَقُوْلُوْنَ أَلاَ اَفْسَحُوْا لَنَا فَإِنَّا قَدْ بَذَلْنَا دِمَاءَنَا لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : مِنَ

[১]. ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, খন্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ১২৬, হাদিস : ৩১১
২. মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, হাদিসে আব্দুর রহমান বিন কাতাদাহ, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২০৫, হাদিস : ১৭৬৭৩

www.AmarIslam.com

الأَنْبِيَاءِ لَزَحْلٌ لَهُمْ عَنِ الطَّرِيْقِ لِمَّا يَرَى مِنْ وَاجِبِ حَقِّهِمْ حَتَّى يَأْتُوْا مَنَابَرَ مِنْ نُوْرٍ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيَجْلِسُوْنَ عَلَيْهَا يَنْظُرُوْنَ كَيْفَ يَقْضِى بَيْنَ النَّاسِ..... ».

১. হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, শাহীনশাহে বনী আদম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানপূর্ণ ফরমান: শহীদ তিন প্রকার। ১. ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় একনিষ্ট অন্তরে বের হয়, সে না লড়াইয়ের ইচ্ছা করে, না নিজে শহীদ হতে চায় বরং সে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির আশা রাখে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি (স্বাভাবিক মৃত্যুতে) মৃত্যুবরণ করে অথবা শহীদ হয়ে যায়, তাহলে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। তাকে কবরের শাস্তি থেকে নিরাপদে রাখা হবে, সে মহাবিপদে নির্ভয়ে থাকবে, হুরে'ঈন তথা ডাগর চোখ বিশিষ্ট রমনীদের বিবাহ করবে, তাকে মর্যাদার ভূষণে অলংকৃত করা হবে এবং তার মাথায় চিরস্থায়ী সম্মানের মুকুট পরিধান করানো হবে। ২. ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় জান-মাল নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে এবং সংকল্প করে যে, আমি জিহাদ করবো এবং শহীদ হবো না। অত:পর ঐ ব্যক্তি যদি মৃত্যু বরণ করে কিংবা শহীদ হয়ে যায়, তাহলে তার মর্যাদা এমন হবে যে, সে দয়াময় আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের সাথে সত্যের আসনে শক্তিধর অধিপতির সম্মুখে থাকবে। ৩. ঐ ব্যক্তি, যে তার জীবন ও সম্পদ নিয়ে এ প্রত্যয়ে বের হয় যে, (কাফিরদেরকে) হত্যা করবো এবং শহীদ হয়ে যাব। আর যদি সে মৃত্যু বরণ করে কিংবা শহীদ হয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন সে তরবারী উত্তোলন করে স্কন্ধের উপর রাখা অবস্থায় আগমন করবে। আর (অন্যান্য শহীদ) লোকেরা বাহনের উপর উপবিষ্ট হয়ে বলবে, কি আমাদের জন্যও (আরশের ছায়া) প্রসারিত করা হবে না, আমরা তো আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাদের রক্ত উৎসর্গ করেছি। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নবীগণ (আরশের) রাস্তা হতে পৃথক স্থানে অবস্থান করবে, যেখান থেকে তারা লোকদের (প্রতিদানের) অধিকার বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করবে। আর এক পর্যায়ে ঐ শহীদগণ আরশের নিম্নবস্থিত মিম্বর সমূহের নিকট আগমন করবে, অতঃপর তারা ঐগুলোর উপর আসীন হয়ে পর্যবেক্ষণ করবে যে, কিভাবে লোকদের বিচারকার্য সম্পন্ন হচ্ছে।[১]

[১]. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুল জিহাদ, باب ماجاء في الشهادة .....الخ খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৫৩১, হাদিস নং:৯৫১২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢- عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ: اَلشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِفِنَاءِ الْعَرْشِ، فِي قُبَابٍ وَرِيَاضٍ، بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى.

২. হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শহীদগণ কিয়ামতের দিন আরশের একপাশে আল্লাহ্ তা'আলা সম্মুখে গম্বুজ ও বাগান সমূহে থাকবেন।[১]

٣- عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﷺ ....سَمِعْتُ نَبِيَّكَ ﷺ يَقُولُ:إِنَّ أَقْرَبَ الْخَلاَئِقِ مِنْ عَرْشِ الرَّحْمَنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُؤْمِنُ الَّذِي قُتِلَ مَظْلُومًا رَأْسُهُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَاتِلُهُ عَنْ شِمَالِهِ ، وَأَوْدَاجُهُ يَشْخَبُ يَقُولُ: رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟.

৩. হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নূরের পায়কর, দোজাঁহাকি তাজওয়ার, সুলতানে বাহরওয়াবার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন রহমান আয্যা ওয়াজাল্লার আরশের সর্বাধিক নিকটে ঐ মু'মিন থাকবে, যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তার ডান পাশে তার মাথা এবং বামদিকে তার হত্যাকারী থাকবে। আর তখন তার রগসমূহ হতে রক্ত বের হতে থাকবে এবং সে আরয করবে, "ওহে আমাদের রব! তার থেকে জিজ্ঞাসা করুন যে, সে কোন অপরাধে আমাকে হত্যা করেছিল।"[২]

কুরআনে পাক শিক্ষা দানের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُعَلِّمِيْنَ وَأَطِلْ أَعْمَارَهُمْ وَأَظِلَّهُمْ تَحْتَ ظِلِّكَ فَإِنَّهُمْ يُعَلِّمُوْنَ كِتَابَكَ الْمُنَزَّلِ.

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করত: ইরশাদ করলেন, হে আল্লাহ! কুরআনুল করীম শিক্ষা দানকারীদেরকে ক্ষমা

[১]. সিয়ারু আলামিন নুবালা, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২২২
[২]. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, খন্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৮০, হাদিস : ১২৫৯৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করুন, তাদেরকে দীর্ঘায়ু করুন এবং তাদেরকে আপনার আরশের ছায়ায় স্থান দান করুন। নিশ্চয় তারা তোমার প্রেরিত কিতাবের শিক্ষা দিচ্ছে।[১]

হাদিসে পাকের দলিল : স্বর্ণের মিম্বর ও রৌপ্যের গম্বুজ

عَنِ ابْنَ عُمَر ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانَ يُوْمَ الْقِيَامَةَ وُضِعَتَ مَنَابِرَ مَنْ ذَهَبٍ عَلَيْهَا قُبَابٌ مِنْ فِضَّةٍ مُفَصَّصَهُ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ وَالزَّمْرَدِ، جَلاَلَهَا مِنَ السُّنْدُسِ وَالإِسْتَبْرَقِ، ثُمَّ يُجَاءُ بِالْعُلَمَاءِ فَيَجْلِسُوْنَ عَلَيْهَا، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِي الرَّحْمَنِ: أَيْنَ مَنْ حَمَلَ إِلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ عِلْماً يُرِيْدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ. اَجْلِسُوْا عَلَى هِذِهِ الْمَنَابِرِ فَلاَ خُوْفٌ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ الْيَوْم حَتَّى تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ.

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে মরফূ 'সূত্রে বর্ণিত আছে যে, যখন কিয়ামত দিবস উপস্থিত হবে তখন স্বর্ণের মিম্বর স্থাপন করা হবে। যার উপর রৌপ্যের গম্বুজ থাকবে এবং তাতে হীরা, ইয়াকুত ও যুমরদ প্রভৃতি মূল্যবান রত্ন মিশ্রিত থাকবে, আর এর বিছানা হবে মিহি ও সবুজ রেশমী কাপড়ের। অতঃপর ওলামায়ে কিরামদেরকে আহবান করে ঐগুলোর উপর বসানো হবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জনৈক আহবানকারী আহবান করবে, কোথায় ঐসব লোক, যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উম্মতে মুহাম্মদীর কাছে ইলম বা জ্ঞানের কথা পৌঁছাতে ছিল, তোমরা এ মিম্বর সমূহে বসো! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই। পরিশেষে জান্নাতে পদার্পন করবে।[২]

ইমাম দারে কুত্‌নীর বর্ণনায় 'নুরের মিম্বর' উল্লেখ রয়েছে।

মুসলমানদের শিশুরা সুপারিশ করবে

عَنِ ابْنَ عُمَر ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «ذَرَارِي الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ الْعَرْشِ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ».

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, সায়্যিদিল মুবাল্লিগীন, রাহমতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহমতরূপী

[১]. আল-মওজুয়াত, হাদিসুন ফিদ দোয়া, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২১
[২]. হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩০০, হাদিস : ১০৫৯৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফরমান: মুসলমানদের শিশুরা কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় থাকবে, তারা সুপারিশ করবে এবং তাদের সুপারিশ গৃহীত হবে।[১]

রহমতে আলমের সাহেবজাদা

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَهُ اِبْنٌ يَرُوْحُ إِذَا رَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَهُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْهُ، فَقَالَ : أَتُحِبُّهُ؟ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ نَعَمْ فَأُحِبُّكَ اللهَ كَمَا أُحِبُّهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَشَدُّ لِي حُبًّا مِنْكَ لَهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ اِبْنُهُ ذَاكَ فَرَاحَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ تَبَّهَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَجَزِعْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُوْنَ اِبْنُكَ مَعَ اِبْنِي إِبْرَاهِيْمَ يُلاَعِبُهُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ، قَالَ بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ.

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আনসারদের এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান ছিল, যে তার সাথে রাসূলে পাকের দরবারে আগমন করতো। একদিন হুযুর নবীয়ে করীম, রাউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তাকে ভালবাস? সে বলল, হে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! জী, হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এরূপ ভালবাসেন, যেরূপ আমি তাকে ভালবাসি। তখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি তোমার পুত্রকে যেরূপ ভালবাস আল্লাহ তা'আলা আমাকে এর চেয়েও অধিক ভালবাসেন। কিছুদিন পর তার ঐ পুত্রটি মৃত্যুবরণ করল, তখন রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তোমার পুত্র আমার পুত্র (হযরত) ইবরাহীমের সাথে আরশের ছায়ায় খেলা করছে? সে বলল, জী, হ্যাঁ, হে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[২]

[১]. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল কিয়ামাহ, খন্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২০০, হাদিস : ৩৯৩০১

[২]. মাজমাউয যওয়ায়েদ, কিতাবুল জানায়েয, باب فيمن مات له واحد খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৯৪, হাদিস : ৩৯৯৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুসলমান শিশুরা আরশের ছায়ায় থাকবে

عَنِ ابْنَ عُمَرَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «.....وَأَمَّا الْمُتَقَاعِسُوْنَ فَهُمْ أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْمُوْقِفُ فَيَتَصَايَحُوْنَ فَيَقُوْلُ: يَا جِبْرِيْلُ مَا هَذَا الصَّوْتِ؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ، فَيَقُوْلُ جِبْرِيْلُ رَبِّ أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْمُوْقِفُ، فَيَقُوْلُ أَظْلِلْهُمْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِيْ، قَالَ : فَيُظِلَّهُمُ.....».

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, কিয়ামতের দিন মু'মিনদের শিশুদেরকে আনা হবে, তাদের বক্ষ খোলা থাকবে, হাশরের ময়দানে অবস্থান করা তাদের জন্য অত্যান্ত কঠিন হবে এবং তারা চিৎকার করতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে জিব্‌রাঈল! এটি কিসের ধ্বনি? অথচ তিনি এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। অত:পর জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম বলবেন, হে রব! মু'মীনদের এসব সন্তানদের জন্য এখানে অবস্থান অত্যন্ত কষ্টকর। তখন তিনি নির্দেশ দিবেন, তাদেরকে আমার আরশের ছায়ায় নিয়ে যাও।" তখন তিনি তাদেরকে আরশের ছায়ায় নিয়ে যাবেন।[১]

মাগরিবের পর দু'রাকাত নফল নামায আদায়ের ফযীলত

١. عَنْ عَلِيٍّ ﷺ مَرْفُوْعًا ، مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ اَلْفَاتِحَةَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلاَ يَحْجُبُ حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى ظِلِّ الْعَرْشِ.

১. আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা আলী বিন আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু হতে মরফূ' সূত্রে বর্ণিত, সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর দুই রাকাআত নামায আদায় করে এবং প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর পনের বার সূরা ইখলাছ পাঠ করে, সে কিয়ামতের দিন এভাবে আগমন করবে যে, তার সামনে কোন প্রতিবন্ধক পর্দা থাকবে না। এমনকি সে আরশের ছায়ায় পৌছে যাবে।[২]

[১]. আল-ফেরদৌস বি মা'সুরিল খিতাব, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৬২, হাদিস : ৮৭৫৯

[২]. শরহুয যুরকানী লিল মুআত্তা, কিতাবুশ শে'র , খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৬৯, হাদিস : ৮১৪১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «اَلشُّهَدَاءُ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرِ مِّنْ يَاقُوْتٍ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ».

২. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তাজেদারে রিসালত, শাহীনশাহে নবুয়ত, মাহবূবে রাব্বুল ইয্যত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান: শহীদগণ আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে ইয়াকুত নির্মিত মিম্বরে আরশের ছায়ায় থাকবে, যে দিন তার আরশের ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না।[১]

মোতির চেয়ার সমূহ

عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ : قِيْلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْبَحُ فِي عِرْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَو ﷺ: إِنَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ كَرَاسِيَ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَجْلِسُوْنَ عَلَيْهَا، وَيَظْلِلُ عَلَيْهِمْ بِالْغَمَامِ، وَيَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِمْ كَسَاعَةٍ مِّنْ نَهَارٍ أَوْ كَأَحَدِ طَرْفَيْهِ.

হযরত হায়ছমা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিআল্লাহু আনহুকে বলা হয়েছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষ তাদের ঘামে সন্তরণ করবে/সাঁতার কাটবে। এমনকি ঐ ঘাম তাদের নাসিকা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিআল্লাহু আনহু ইরশাদ করলেন, মু'মিনদের জন্য মোতির অসংখ্য চেয়ার থাকবে, যেগুলোতে তারা উপবিষ্ট হবে। তাদের উপর মেঘের ছায়া দান করা হবে এবং কিয়ামত দিবসটি তাদের জন্য দিনের একটি মুহূর্ত কিংবা একবার চোখের পলক ফেলার সময়ের সমান হবে।[২]

[১]. আল-জামে আস্-সগীর, পৃষ্ঠা : ৩০৫, হাদিস : ৪৯৫৭
[২]. কানযুল উম্মাল, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৩১, হাদিস : ১১৬১২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْهُ قَالَ : يَشْتَدُّ كُرَبُ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى يَلْجِمُ الْكَافِرُ الْعَرَقُ، قِيْلَ لَهُ : فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُوْنَ؟ قَالَ عَلَى الْكَرَاسِيِّ مِنْ ذَهَبٍ وَيَظْلِلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ.

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহু হতে হাসান সূত্রে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসের কষ্ট ও কাঠিন্যতা অত্যাধিক হবে, এমনকি কাফিরদেরকে তাদের ঘাম লাগাম দিয়ে রাখবে। তাকে আরয করা হলো- মু'মিনগণ কোথায় থাকবে? তিনি ইরশাদ করলেন, তারা স্বর্ণের চেয়ার সমূহের উপর থাকবে এবং তাদেরকে মেঘমালা দ্বারা ছায়া দেয়া হবে।[১]

(লেখক বলেন,) অতঃপর আমি দেখলাম যে, ইমাম ত্বাবরানী স্বীয় কিতাব 'আল কাবীর' এ উক্ত হাদিসে পাকটি মরফূ হওয়াটা সুস্পষ্ট করেছেন। যেমন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «تَجْتَمِعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَمَسَاكِيْنُهَا ؟ قَالَ : فَيَقُوْمُوْنَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : مَاذَا عَمِلْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا اِبْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا ، وَآتَيْتَ الأَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا ، فَيَقُوْلُ اللهُ : صَدَقْتُمْ ، قَالَ : فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِي الأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانَ» ، قَالُوْا : فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : «يُوْضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيَ مِنْ نُوْرٍ ، وَتَظْلِلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ.

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর মাহবূব, দানায়ে গুয়ূব, মুনায্যাহুন আনিল উয়ূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান: কিয়ামতের দিন সকল লোকেরা একত্রিত হবে এবং সেদিন বলা হবে, এই উম্মতের নিঃস্ব ও অসহায়গণ কোথায়? তখন তারা দাঁড়িয়ে যাবে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কী আমল করেছ? তারা আবেদন করবে। হে আল্লাহ তা'আলা! তুমি আমাদেরকে দরিদ্রতা দ্বারা পরীক্ষা করেছ আর আমরা তাতে ধৈর্যধারণ করেছি এবং তুমি সম্পদ ও রাজত্বের

[১]. ফতহুল বারী শরহুল বুখারী, কিতাবুর রিকাক, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৩৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধিকারী আমাদেরকে ছাড়া অন্যদেরকে বানিয়েছ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, তোমরা সত্যই বলেছ। অতঃপর তারা অন্যান্য লোকদের পূর্বে জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে এবং হিসাবের কঠোরতা সম্পদশালী ও রাজত্বধারীদের জন্য অবশিষ্ট থাকবে। তখন সাহাবায়ে কিরামগণ আবেদন করল, সেদিন মু'মিনগণ কোথায় থাকবে? তিনি ইরশাদ করলেন, তাদের জন্য নূরের মিম্বর রাখা হবে এবং তাদের উপর মেঘমালা ছায়া প্রদান করবে।[১]

عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ : « تَدْنَى الشَّمْسُ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تَكُوْنَ مِنْ رُءُوسِهِمْ قَدْرَ قَوْسٍ أَوْ قَالَ : قَدْرَ قَوْسَيْنِ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ يَوْمَئِذٍ طَحْرَبَةٌ ، وَلاَ تَرَى فِيْهَا عَوْرَةُ مُؤْمِنٍ ، وَلاَ مُؤْمِنَةٍ ، وَلاَ يَضُرُّ حَرَّهَا يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنًا وَلاَ مُؤْمِنَةً ، وَأَمَّا الأَدْيَانُ أَوْ قَالَ : اَلْكُفَّارُ فَتَطْبَخُهُمْ ، فَإِنَّمَا تَقُوْلُ : أَجْوَافُهُمْ : غَقٌّ غَقٌّ».

হযরত সায়্যিদুনা সালমান রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ ফরমান, কিয়ামতের দিন সূর্য লোকদের অতীব নিকটবর্তী হবে। এমনকি (সূর্য) তাদের মাথা থেকে এক বা দুই ধনুক পরিমাণ দূরত্বে চলে আসবে। ঐ দিন কারো শরীরে ছেঁড়া পরিত্যক্ত কাপড়ের একটি অংশ/টুকরাও থাকবে না। কিন্তু সেদিন মু'মিন নর-নারীদের সতর (লজ্জাস্থান) দেখা যাবে না। এবং সেদিন কোন ঈমানদার নারী-পুরুষের নিকট সূর্যের উষ্ণতা-প্রখরতাও পৌঁছবে না। যখন বিধর্মী কিংবা (বলেছেন) কাফিরদেরকে যন্ত্রনায় নিমজ্জিত রাখা হবে এবং তাদের পেট ফুলা ও স্ফুটনের ধ্বনী বেরিয়ে আসবে।[২]

সম্মানিত সাহাবাদের ফরমানের ব্যাখ্যা

(লেখক বলেন,) ঐসব আ-ছা-র তথা সাহাবারে কিয়ামের ফরমান থেকে একথা প্রকাশ পেল যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত মুসলমানগণই ছায়ায় থাকবে। কিন্তু এটাই হওয়া উচিত ছিল যে, এ ফযিলত (মর্যাদা) মুত্তাকী ও খোদাভীরুদের সাথে বিশেষিত হবে। আর এ মহত্ত্ব খোদাভীরুদের সাথে খাস (বিশেষিত) হওয়ার ব্যাপারেও আমার একটি হাদিস মিলেছে। যেমন-

[১]. ইবনে হিব্বান : আস্-সহীহ, باب وصف الجنة وأهلها , খন্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৫৩. হাদিস : ৭৩৭৬
[২]. কিতাবুয যুহুদ : ইবনুল মুবারক, পৃষ্ঠা : ১০০. হাদিস : ৩৪৭

www.AmarIslam.com

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «خَلَقَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ اَلْجِنَّ ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ : صِنْفٌ حَيَّاتٌ وَعَقَارِبٌ وَخُشَاشُ الأَرْضِ ، وَصِنْفٌ كَالرِّيْحِ فِي الْهَوَاءِ ، وَصِنْفٌ عَلَيْهِمُ الْحِسَابُ وَالْعِقَابِ ، وَخَلَقَ اللهُ الإِنْسَ ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ ، صِنْفٌ كَالْبَهَائِمِ ، وَصِنْفٌ أَجْسَادُهُمْ أَجْسَادُ بَنِي آدَمَ وَأَرْوَاحُهُمْ أَرْوَاحُ الشَّيَاطِيْنِ ، وَصِنْفٌ فِي ظِلِّ اللهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ».

হযরত সায়্যিদুনা আবুদ দারদা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুসনে আখলাকের পায়কর, মাহবূবে রাব্বে আকবর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা জিনদেরকে তিন প্রকারে সৃষ্টি করেছেন ১. একপ্রকার সাপ-বিচ্ছু, এবং ভূ-পৃষ্ঠের কীট পতঙ্গ, ২. দ্বিতীয় প্রকার শূন্যে বাতাসের মতো উড়ে বিচরণকারী এবং ৩. তৃতীয় প্রকার হলো, যাদের হিসাব ও শাস্তি হবে। আর ওয়াল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা মানুষদেরকেও তিন শ্রেনী করে সৃষ্টি করেছেন। ১. এক শ্রেণী হলো, জানোয়ার বা চতুস্পদ প্রাণীর মতো, যাদের ব্যাপারে মহামহিম রব ইরশাদ করেছেনঃ "لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَ يَفْقَهُوْنَ بِهَا" "তারা এমন সব হৃদয় ধারণ করে, যেগুলোর মধ্যে বোধশক্তি নেই"।[১] ২. দ্বিতীয় শ্রেণী হলো, যাদের শরীর আদম সন্তানের মতো; কিন্তু তাদের আত্মা শয়তানের আত্মার অনুরূপ এবং ৩. তৃতীয় শ্রেণী হলো, ঐসব লোক, যারা আল্লাহ তা'আলার রহমতের ছায়ায় থাকবে, যেদিন এটা ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।[২]

(গ্রন্থকার বলেন,) উল্লেখিত হাদিসে পাকের চেয়ে আরো অধিক সুস্পষ্ট বর্ণনা হলো, যা সায়্যিদুনা আবু মুসা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

قَالَ أَبُوْ مُوْسَى ﷺ : اَلشَّمْسُ فَوْقَ رُؤُوسِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَعْمَالُهُمْ تُظِلُّهُمْ أَوْ تَضْحِيْهُمْ.

[১]. সূরা আ'রাফ, ৭:১৭৯
[২]. কানযুল উম্মাল, কিতাবু খলকুল আলমে, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৬, হাদিস : ১৫১৭৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি ইরশাদ করেন, সূর্য (কিয়ামতের দিন) লোকদের মাথার উপর থাকবে এবং তাদের আ'মাল বা কর্মসমূহ তাদের উপর ছায়া দিবে কিংবা তাদের সাথে থাকবে।[১]

প্রশ্ন ঃ এ হাদিস শরীফ দ্বারা প্রকাশ পায় যে, ছায়া আরশের নয় বরং বান্দার কর্মসমূহের.....?

উত্তর ঃ কিয়ামত দিবসে আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। এবং কর্মসমূহের দিকে ছায়ার যে সম্পর্ক করা হয়েছে তা কারণ হওয়ার বিবেচনায় অর্থাৎ ঐ সব কর্মের কারণে আরশের ছায়া নসীব হবে।

ইমাম কুরতুবীর ব্যাখ্যা

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাব 'আত্ তাযকিরা'-তে হযরত সালমান রাদিআল্লাহু আনহুর উক্তি (কোন ঈমানদার নর-নারী সূর্যের উষ্ণতার কিরণ পাবে না) প্রসঙ্গে বলেন, এ বর্ণনা বাহ্যতঃ সকল মু'মিনদের জন্য আম বা ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য; কিন্তু এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হল পূর্ণ ঈমানদার মু'মিন অথবা ঐসব, লোক যারা আরশের ছায়া পেতে প্রচেষ্টা চালায়। যেমনিভাবে হাদিসে পাকে এসেছে, সাত ব্যক্তি আরশের ছায়ায় থাকবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বান্দা স্বীয় সদকার ছায়ায় থাকবে। এরূপভাবে পুন্যকর্ম সম্পাদনকারী গণ তাদের আমলের ছায়ায় থাকবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

লেখকের তাহকীক

(লেখক বলেন) আমি ইচ্ছা করলাম প্রথমোক্ত হাদিস শরীফ, যেগুলোতে আরশের ছায়া প্রাপ্তদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেগুলোর সাথে ঐসব হাদিস মিলিয়ে দেব যেগুলোতে আরশের ছায়া প্রাপ্তদের বর্ণনা নেই, বরং সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ أُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ».

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, শাহীনশাহে মদীনা, ক্বরারে ক্বলব ওয়া সীনা, সাহিবে মুয়াত্তার পছীনা সাল্লাল্লাহু

[১]. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা : ৪২৪

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তি মিশকের টিলায় থাকবে, তাদেরকে 'الفزع الأكبر' (ফাযা'উল আকবর) তথা সর্বাধিক মহাভীতি শংকিত করবে না। ১. ঐ বান্দা, যে আল্লাহ্ ও তার মনিবের হক বা অধিকার আদায় করে ২. ঐ ব্যক্তি, যে কোন সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেয় এবং তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে ৩. ঐ ব্যক্তি, যে প্রত্যহ দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য আহবান করে।[১]

মহা বিপদে নির্ভয়

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلاَنِ : سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «ثَلاَثَةٌ عَلَى كَثِيْبٍ مِّنْ مِسْكٍ أَسْوَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَهُوْلُهُمُ الْفَزْعُ وَلاَ يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ ، رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ ، وَرَجُلٌ أَذَّنَ فِي مَسْجِدٍ دَعَا إِلَى اللهِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، وَرَجُلٌ اِبْتُلِيَ بِالرِّقِّ فِي الدُّنْيَا ، فَلَمْ يَشْغُلْهُ ذَلِكَ عَنْ طَلَبِ الآخِرَةِ».

হযরত সায়্যিদুনা আবু সা'ঈদ খুদরী এবং সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমরা রাহমাতুল্লিল আ'লামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, তিন ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে কালো মিশকের টিলায় আরোহণ করবে, তাদেরকে الفزع الأكبر তথা মহা বিপদ ভীত প্রবণ করবে না, আর না তাদের হিসাব হবে। তারা হল, ১. ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়ে এবং কোন গোত্রের নেতৃত্ব দেয় আর গোত্রের লোকেরা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, ২. ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কোন মসজিদে আযান দিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করে এবং ৩. ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়ায় দাসত্ব দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়; কিন্তু ঐ দাসত্ব তাকে পরকালীন কর্ম থেকে দূরে রাখে না।[২]

[১]. সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, باب ماجاء فى فضل المملوك الصالح পৃষ্ঠা : ১৮৫১, হাদিস : ১৯৮৬, 'الفزع الأكبر' বাক্য অনুল্লিখিত।

[২]. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪৮, হাদিস : ২০০২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جِيْءَ بِكَرَاسِيَّ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةٌ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ مَفْرُوْشَةٌ بِالسُّنْدُسِ وَالإِسْتَبْرَقِ ثُمَّ يَضْرِبُ عَلَيْهَا قُبَابٌ مِنْ نُوْرٍ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: أَيْنَ الْمُؤَذِّنُوْنَ؟ ....فَيَقُوْمُ الْمُؤَذِّنُوْنَ وَهُمْ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً فَيُقَالُ لَهُمْ: اجْلِسُوْا عَلَى تِلْكَ الْكَرَاسِيِّ تَحْتَ تِلْكَ الْقُبَابِ حَتَّى يَفْرُغُ اللهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلاَئِقِ فَإِنَّهُ لاَ خَوْفَ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ.

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কিয়ামত দিবস উপস্থিত হবে, তখন স্বর্ণের চেয়ার সমূহ আনা হবে- যা মোতি ও ইয়াকূত দ্বারা শোভিত থাকবে এবং তাতে মোটা ও সবুজ রেশমী কাপড় বিছানো থাকবে। অতঃপর সে গুলোর উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হবে। আর জনৈক আহবানকারী এ বলে আহবান করবে যে, মুয়ায্যিনগণ কোথায়? তখন তারা দন্ডায়মান হবে এবং তাদের ঘাড়সমূহ সবচেয়ে লম্বা হবে। তাদেরকে বলা হবে, ঐ গম্বুজসমূহের নীচে চেয়ার গুলোতে বসে যাও। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকূলের হিসাব সম্পন্ন করবেন। নিশ্চয় আজ এই দিনে তোমাদের না কোন ভয় রয়েছে, আর না তোমরা চিন্তিত হবে।[১]

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দা

١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ لِلهِ عِبَادًا اِسْتَخَصَّهُمْ لِنَفْسِهِ لِقَضَاءِ حَوَائِجُ النَّاسِ وَآلَى عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لاَّ يُعَذِّبُهُمْ بِالنَّارِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَجْلِسُوْا عَلَى مَنَابِرِ مِّنْ نُوْرٍ يَتَحَادَثُوْنَ إِلَيْهِ وَالنَّاسِ فِي الْحِسَابِ.

[১]. তারিখে বাগদাদ, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩৭৪, হাদিস : ৪৪৮০

১. হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবীয়ে করীম, রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কতিপয় বান্দাদেরকে সন্তুষ্টির লক্ষ্যে লোকদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য বিশেষিত করে নিয়েছেন এবং অঙ্গীকার করেছেন যে, তাদেরকে দোযখের শাস্তি দেবেন না। আর যখন কিয়ামত দিবস উপস্থিত হবে, তখন তাদেরকে নূরের মিম্বরে বসানো হবে। তারা আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লার সাথে বাক্যালাপ করতে থাকবে এবং লোকেরা হিসেবে ব্যস্ত থাকবে।[১]

٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ لله عِبَادًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَقَضَى حَوَائِجُ النَّاسِ عَلَى أَيْدِيْهِمْ أُوْلِئِكَ آمِنُوْنَ مِنْ فَزْعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

২. হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার কতক বান্দা এমন রয়েছেন যে, লোকেরা বিপদাপন্ন হয়ে স্বীয় প্রয়োজন তাদের নিকট নিয়ে আসে। এসব বান্দা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে।[২]

হিজরতকারীদের মর্যাদা

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ لِلْمُهَاجِرِيْنَ مَنَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ يَجْلِسُوْنَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ أَمِنُوْا مِنَ الْفَزْعِ».

হযরত সায়্যিদুনা আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হিজরতকারীদের জন্য স্বর্ণের মিম্বর থাকবে। তারা কিয়ামতের দিন সে গুলোতে বসবে এবং যাবতীয় হতাশা থেকে নিরাপদ থাকবে।[৩]

[১]. ফয়জুল কদির, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬০৫, ৬০৬, হাদিস : ২৩৫০
[২]. কানযুল উম্মাল, কিতাবুয যাকাত, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৯০, হাদিস : ১৬৪৬১
[৩]. ফয়জুল কদির, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৭৩, হাদিস : ৭৩৫৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জ্ঞানের আলোচনা ও ধৈর্য্যে নীরবতা

عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ : سَبْعَةٌ فِي ظِلِّ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : رَجُلٌ لَقِيَ أَخَاهُ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللهِ وَقَالَ الآخَرُ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ مَخَافَةِ اللهِ ، وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِيَمِيْنِهِ يُخْفِيْهَا عَنْ شِمَالِهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتَ حُسْنٍ وَجِمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ مِنْ حُبِّهَا ، وَرَجُلٌ يُرَاعِي الشَّمْسَ لِمَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ ، وَرَجُلٌ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِعِلْمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَنْ حِلْمٍ.

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার রহমতের ছায়ায় থাকবে ১. ঐ ব্যক্তি, যে মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বলে, "আমি তোমাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসি" এবং দ্বিতীয়জনও অনুরূপ বলে, ২. ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর স্মরণ করে তাঁর ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত করে, ৩. ঐ ব্যক্তি, যে ডান হাতে দান করে বাম হাতের কাছেও গোপন রাখে, ৪. ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন রূপবতী ও সুদর্শন মহিলা তার দিকে আহবান করে, আর সে বলে, "আমি আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লাকে ভয় করি," ৫. ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের ভালবাসায় তাতে লেগে থাকে ৬. ঐ ব্যক্তি, যে নামাযের সময়ের জন্য সূর্যের যত্ন করে অর্থাৎ সময়মত নামায আদায় করে, ৭. ঐ ব্যক্তি, যে কথা বললে জ্ঞানের কথা বলে আর নীরব থাকলে ধৈর্যের কারণে নীরব থাকে।[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَ رَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ، وَ رَجُلٌ غَضَّ عَيْنَيْهِ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، وَ عَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ».

[১]. কিতাবুয যুহুদ : আহমদ বিন হাম্বল, পৃষ্ঠা : ১৭৩, হাদিস : ৮১৯

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন। যেদিন এটা ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না। ১. ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদে লেগে থাকে, ২. ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন বংশীয়া নারী আহবান করে আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, ৩. ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর হারামকৃত জিনিস থেকে স্বীয় চক্ষুকে বাঁচিয়ে রাখে, ৪. ঐ চক্ষু, যা আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিয়েছে, ৫. ঐ চক্ষু, যা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে কান্না করে।[১]

পরিশিষ্ট

(আল্লামা সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন) আমি উল্লেখিত বরকতময় হাদিস সমূহ থেকে অসংখ্য গুণ ও নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। ফলে আরশের ছায়া প্রাপ্তদের সংখ্যা সত্তর (৭০); বরং এর চেয়েও বেশী হয়ে গেল। পরিশেষে আমি দুটি পংক্তি উল্লেখ করছি-

وَزِدْ بَعْدَ ذَا قَاضِي الْحَوَائِجِ صَالِحُ الْعَبِيْدِ وَطِفْلاً وَالشَّهِيْدُ بِقَتْلِهِ
وَأَمَّا وَتَعْلِيْمًا آذَانًا وَهِجْرَةً فَزَادَتْ عَلَى السَّبْعِيْنَ مِنْ فَيْضِ فَضْلِهِ

অর্থ ঃ

ক. অতঃপর অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ হলেন ১. লোকদের প্রয়োজন পূর্ণকারী, ২. পুণ্যবান গোলাম, ৩. মুসলমান শিশু, ৪. যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদত বরণকারী।

খ. ৫. নেতৃত্ব দানকারী ৬. কুরআনে পাকের শিক্ষাদানকারী ৭. আযানদানকারী ৮. হিজরতকারী। অতএব এটা পূর্বোক্তর সাথে মিলে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে ছায়াপ্রাপ্তদের সত্তরের চেয়েও অধিক হয়ে গেল।

তাদেরকে আরশের ছায়ায় স্থান দাও

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَرِّبُوْا أَهْلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ ظِلِّ عَرْشِيْ فَإِنِّي أُحِبُّهُمْ.

[১]. আল-জামে আস্-সগীর, পৃষ্ঠা : ২৮৫, হাদিস : ৪৬৪৭। এখানে শুধু পাঁচ ব্যক্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, অথচ পূর্বোক্ত হাদিসে সাত ব্যক্তির উল্লেখ ছিল। জামে' সগীর এর বর্ণনায় বাকী দুই ব্যক্তির বর্ণনাও রয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। আর তারা হলেন, ঐ দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালবাসে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান: কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আয্যা ওয়াজাল্লা ইরশাদ করবেন, (لا إله إلا الله) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠকারীদেরকে আমার আরশের ছায়ায় স্থান করে দাও। নিশ্চয় আমি তাদেরকে ভালবাসি।[১]

[১]. আল-ফেরদৌস বি মা'সুরিল খিতাব, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬০, হাদিস : ৮১১৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রমাণপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল হাকীম

২. আহমদ রেযা খান : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (ওফাত : ১৩৪০ হি.) **কানযুল ঈমান ফি তরজমাতিল কোরআন**, জিয়াউল কোরআন, লাহো, পকিস্তান।

৩. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), **আদ-দুররুল মানসূর ফিত তাফসীর বিলমা'সূর** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'ফিরা।

৪. তাবারী : আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির ইবনে ইয়াযিদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ ইং.), **জামিউল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন**, বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

৫. আলুসী : শিহাবুদ্দিন সৈয়দ মাহমুদ আলুসী (ওফাত : ১২৮০ হি.) **রুহুল মা'আনী**, দারুত তুরাসুল আরবী।

৬. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), **আল-জামিউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল কলম, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং।

৭. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি./৭২১-৮৭৫ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।

৮. ইবনে মাজাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কাযইবনী (২০৯-২৭৩ হি./৮২৪-৮৮৭ ইং), **আস-সুনান** : বৈরুত, লেবানন,দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৯. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ ইং), **আল-জামেউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল গুরাবুল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং।

১০. আহমাদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং), **আল-মুসনাদ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ ইং।

১১. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ ইং), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন** : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি./১৯৯০ ইং।

১২. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল কবির** : মুসিল, ইরাক, মাতবাআতুয যাহরা আল-হাদিছা।

১৩. আবদুর রাজ্জাক : আবু বকর ইবনে হুমাম ইবনে নাফে' সুনআনি (১২৬-২১১ হি./৭৪৪-৮২৬ ইং), **আল-মুসান্নাফ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.।

১৪. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **শুআবুল ঈমান** : মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা দারুল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।

১৫. ইসফাহানী : আবু নায়ীম আল-ইসফাহানী (ওফাত : ৪৩০ হি.) **হিলয়াতুল আউলিয়া**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

১৬. ইবনে মুবারক : আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াজেহ মারওয়াজী (১১৮-১৮১ হি./৭৩৬-৭৯৮ ইং), **কিতাবুয যুহুদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৭. হাইসমী : নূরুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি./১৩৩৫-১৪০৫ ইং), **মাযমাউজ জাওয়ায়িদ**, কায়রো, মিসর, দারুর রায়আন লিত তুরাছ + বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ ইং।

১৮. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), **ফতহুল বারী** : লাহোর, পাকিস্তান, দারুন নশরুল কুতুবুল ইসলামিয়া, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং।

১৯. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল আওসত** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং।

২০. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), **জামেউস সগীর** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

২১. ইবনে আবি শায়বাহ : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫ হি./৭৭৬-৮৪৯ ইং), **আল-মুসান্নাফ** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.।

২২. জুরজানী : ইমাম আবু আহমদ আবদুল্লাহ বিন আহমদ আল-জুরজানী : (ওফাত : ৩৬৫ হি.) **আল-কামেল ফি জুয়াফায়ির রিজাল** : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

২৩. মালেক : মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালকস ইবনে আবু আমের ইবনে আমর ইবনে হারেছ ইসবাহী (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ ইং), **আল-মুআত্তা** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ ইং।

২৪. মুনযারী : আবু মুহাম্মদ আবদুল আযিম ইবনে আবদুল ক্বাবী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহ ইবনে সা'আদ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৫৮১-৬৫৬ হি./১১৮৫-১২৫৮ ইং), **আত-তারগীব ওয়াত তারহীব** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৭ হি.

২৫. হিন্দি : আলা উদ্দিন আলী মুত্তাকী ইবনে হেসামুদ্দিন (৯৭৫ হি.), **কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আফআলে ওয়াল আকওয়াল** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

২৬. দায়লমী : আবু সুজা' শায়রবিয়া ইবনে শহরদার ইবনে শায়রবিয়া ইবনে ফানাখসরু হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি./১০৫৩-১১১৫ ইং), **আল-ফিরদাউস বিমা'সূরিল খিতাব** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৬ ইং।

২৭. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং), **আয্ যুহুদ**, দারুল গদ জাদীদ।

২৮. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ ইং), **আল-ইহসান বি-তারতিবী ইবনে হিব্বান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

২৯. ইবনে সুন্নী : আহমদ বিন মুহাম্মদ আদ দিনূরী প্রসিদ্ধ ইবনুস সুন্নী, আমালাল য়াওমি ওয়াল লাইলাহ : (ওফাত : ৩৬৪ হি.) বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-আরবী।

৩০. মুনাবী : আবদুর রউফ ইবনে তাজুল আরেফিন ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবেদীন (৯৫২-১০৩১ হি./১৫৪৫-১৬২১ ইং), **ফয়জুল কাদির শরহিল জামেউস সগীর** : মিসর, মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, ১৩৫৬ হি.।

৩১. খতিবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ ইং), **তারিখে বাগদাদ** : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩২. যুরকানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকি ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমাদ ইবনে আল-ওয়ান মিসরী, আযহারী, মালেকী (১০৫৫-১১২২ হি./১৬৪৫-১৭১০ ইং.), **শরহুল মু'আত্তা**, বৈরুত, লেবানন,দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি.।

৩৩. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), **আল- মওদুয়াত**, বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর।

৩৪. যাহাবী : শাসসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.), **সি'আরু আলামিন নুবালা**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালাহ, ১৪১৩ হি.।

৩৫. ইবনে রজব হাম্বলী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আহমাদ (৭৩৬-৭৯৫ হি.), **জামিউল উলুম ওয়াল হিকম** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০৮ হি.।

৩৬. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **কিতাবুদ দোয়া** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৩৭. ইবনে আবিদ দুনিয়া : হাফেয আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন উবাইদ ইবনে আবিদ দুনিয়া (ওফাত : ২৮১ হি.) **মওসুআতু লি-ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৩৮. হারেস : হারেস বিন উসামা, (ওফাত : ২৮২ হি.) **মুসনদুল হারেস**, মাকতাবাতুস শামেলা।

৩৯. ইসফাহানী : আবু নায়ীম আল-ইসফাহানী (ওফাত : ৪৩০ হি.) **ফযিলাতুল আদেলীন**, মাকতাবাতুস শামেলা।

৪০. ইবনে আবিদ দুনিয়া : হাফেয আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন উবাইদ ইবনে আবিদ দুনিয়া (ওফাত : ২৮১ হি.) **মাকারিমুল আখলাক**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

৪১. ইসফাহানী : আবু নায়ীম আল-ইসফাহানী (ওফাত : ৪৩০ হি.) **মা'রিফাতুস সাহাবা**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৪২. ইবনে শাহীন : আবু হাফস ওমর বিন আহমদ আল-ওয়ায়েজ (২৯৭-৩৮৫ হি.) **আত তারগীব ফি ফাযায়িলিল আ'মালে ওয়া সওয়াব** : মাকতাবায়ে শামেলা।

৪৩. আহমদ রেযা : মুজাদ্দিদে আযম আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান, (ওফাত : ১৩৪০ হি.) **আল-ফতোয়া আর-রেযভীয়া**, রেযা ফাউন্ডেশন, লাহোর, পাকিস্তান।

৪৪. আ'যমী : সাদরুস শরীয়াহ মুফতী আমজাদ আলী আ'যমী, (ওফাত : ১৩৬৮ হি.) **বাহারে শরীয়ত**, জিয়াউল কোরআন, লাহোর, পকিস্তান।

৪৫. আত্তার কাদেরী : আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী, **পরদে কে বারে মে সওয়ার ওয়া জওয়াব**, মাকতাবাতুল মদিনা।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com